হযরত তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর ব্যক্তিগত দাওয়াত প্রদান

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হারেস তাইমী (রাঃ) বলেন, হযরত তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাহার মাতা আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি। তারপর তিনি আপন ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করেন না এবং তাহার আনুগত্য স্বীকার করেন না? অথচ আপনার ভাই হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। মা বলিলেন, আমি আমার বোনদের অপেক্ষা করিতেছি। দেখি তাহারা কি করে? তাহারা যাহা করিবে আমি তাহাদের সহিত শামিল হইয়া যাইব। হযরত তুলাইব (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, আপনি অবশ্যই তাঁহার নিকট যান, তাঁহাকে সালাম করুন, তাঁহাকে সত্য (নবী) বলিয়া স্বীকার করুন এবং সাক্ষ্য দিন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই।

মা বলিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজ কথার দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য করিতেন এবং নিজের ছেলেকে তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার ও উহাতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। (ইসতীআব)

হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, হযরত তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) দারে আরকামে মুসলমান হইলেন। তারপর সেখান হইতে বাহির হইয়া তাহার মাতা হযরত আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হইয়াছি এবং

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তাহার মাতা বলিলেন, তোমার মামাতো ভাই (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ই তোমার মদদ ও সাহায্যের সর্বাধিক হকদার। খোদার কসম, আমরা (মেয়েরা) যদি পুরুষদের ন্যায় শক্তি রাখিতাম তবে আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিতাম এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া প্রতিরোধ করিতাম। হযরত তুলাইব (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে আম্মাজান, আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করেন না? পরবর্তী অংশ পূর্বোল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (মুসতাদরাক)

হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব জুমাহী (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান ও তাহার ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, বদরযুদ্ধে পরাজিত হইবার কিছুদিন পর ওমায়ের ইবনে ওহব জুমাহী সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সহিত (কা'বা শরীফের) হাতীমে বসিয়াছিলেন। কোরাইশী শয়তানদের মধ্যে ওমায়ের ইবনে ওহব ছিলেন একজন বড় শয়তান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের প্রতি নির্যাতনকারীদের অন্যতম। মক্কায় থাকাকালীন মুসলমানগণ তাহার পক্ষ হইতে বহু নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। তাহার ছেলে ওহব ইবনে ওমায়ের বদরে মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। (হাতীমে বসিয়া) ওমায়ের ইবনে ওহব বদরের 'কালীব' নামক কূপের আলোচনা করিলেন। (যুদ্ধশেষে সত্তরজন কাফেরের লাশ উহার ভিতর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।)

সফওয়ান বলিলেন, খোদার কসম, এই সকল লোকদের (নিহত হইবার) পর আর জীবনে কোন স্বাদ নাই। ওমায়ের বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। খোদার কসম, যদি আমার কিছু ঋণ যাহা পরিশোধ করিবার মত ব্যবস্থা বর্তমানে আমার কাছে নাই, আর এই সন্তান সন্ততি যাহাদের ব্যাপারে আমার অবর্তমানে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা করিতেছি, না

www.BANGLAKITAB.com

হইত তবে এখনই সওয়ার হইয়া যাইতাম এবং (নাউযুবিল্লাহ) (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কতল করিয়া আসিতাম। আমার ছেলে তাহাদের হাতে বন্দী আছে হেতু আমার সেখানে যাওয়ার একটা অজুহাতও রহিয়াছে।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া বলিলেন, আমি তোমার ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম, উহা পরিশোধ করিয়া দিব এবং তোমার সন্তানগণ আমার সন্তানদের সহিত থাকিবে। যতদিন তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে আমি সাধ্যমত তাহাদের দেখাশুনা করিব। ওমায়ের বলিলেন, আমাদের এই কথাবার্তা গোপন রাখিবে। সফওয়ান বলিলেন, ঠিক আছে, গোপন রাখিব।

অতঃপর ওমায়েরের কথামত তাহার তরবারী ধারাইয়া উহাতে বিষ মাখানো হইল। তারপর ওমায়ের রওয়ানা হইলেন এবং মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কয়েকজন মুসলমানের সহিত বসিয়া বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে কেমনভাবে বিজয় দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন এবং শত্রুদের পরাজয় দেখাইয়াছেন, এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন।

এমন সময় ওমায়ের ইবনে ওহবকে দেখিলেন, মসজিদের দরজায় উট বসাইয়া নামিতেছেন এবং তাহার গলায় তরবারী ঝুলিতেছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, এই কুকুর, খোদার দুশমন ওমায়ের ইবনে ওহব। নিশ্চয় সে কোন খারাপ উদ্দেশ্যে আসিয়াছে। এই সেই ব্যক্তি যে আমাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বদরের দিন আমাদের সংখ্যা সম্পর্কে নিজ কাওমকে ধারণা দিয়াছিল। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, এই যে খোদার দুশমন ওমায়ের ইবনে ওহব গলায় তরবারী ঝুলাইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস।

হযরত ওমর (রাঃ) আগাইয়া যাইয়া তাহার তরবারীর রশি সহ জামার বুকে ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং আনসারী সাহাবীদিগকে বলিলেন, তোমরা যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বস এবং এই খবীসের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকিবে, কারণ ইহার কোন বিশ্বাস নাই। তারপর তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাহার গর্দানে পেঁচানো তরবারীর রশি সহ ধরিয়া রাখিয়াছেন তখন বলিলেন, হে ওমর, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। ওমায়েরকে বলিলেন, হে ওমায়ের কাছে আস। তিনি নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, "আন্‌ইম সাবাহান' (অর্থাৎ সুপ্রভাত)! ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের লোকেরা পরস্পর এইভাবে অভিবাদন করিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমায়ের! আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে তোমার অভিবাদন অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন দান করিয়াছেন। আর তাহা হইল 'আসসালাম', যাহা বেহেশতীদের অভিবাদন হইবে। ওমায়ের বলিলেন, খোদার কসম, হে মুহাম্মাদ, আমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমায়ের! কেন আসিয়াছ? ওমায়ের বলিলেন, আপনাদের হাতে আমার এই বন্দীর উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তাহার প্রতি দয়া করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গলায় এই তরবারী কেন ঝুলাইয়া আনিয়াছ? ওমায়ের বলিলেন, আল্লাহ এই সকল তরবারীকে বিনাশ করুন, এই তরবারী কোন কাজে আসিয়াছে কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সত্য কথা বল, কেন আসিয়াছ? ওমায়ের বলিলেন, একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং তুমি ও সফওয়ান হাতীমে বসিয়া (বদরের) কালীব কূপে নিক্ষিপ্ত (নিহত) কোরাইশদের সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলে। এক পর্যায়ে তুমি

www.BANGLAKITAB.com

বলিয়াছিলে যে, যদি আমার কিছু ঋণ ও আমার সন্তানদের চিন্তা না হইত তবে আমি যাইয়া মুহাম্মাদকে কতল করিয়া আসিতাম। (তোমার এই ইচ্ছার কথা শুনিয়া) সফওয়ান ইবনে উমাইয়া তোমার ঋণ ও তোমার সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, যাহাতে তুমি আমাকে তাহার পক্ষ হইয়া কতল করিতে পার। আল্লাহ তায়ালা তোমার ও তোমার এই উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তরায় হইয়া আছেন। (ইহা শুনিয়া) ওমায়ের বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আসমানের যে খবর আমাদের নিকট প্রকাশ করিতেন এবং আপনার নিকট যে ওহী নাযিল হইত আমরা তাহা অস্বীকার করিতাম। কিন্তু ইহা তো এমন একটি ঘটনা যেখানে আমি ও সফওয়ান ব্যতীত অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না। খোদার কসম, আমার একান্ত বিশ্বাস যে, একমাত্র আল্লাহই আপনাকে এই খবর জানাইয়াছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং আমাকে এইপথে পরিচালিত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদেরকে) বলিলেন, তোমাদের ভাই (ওমায়ের)কে দ্বীনের কথা ও কোরআন শিক্ষা দাও এবং তাহার বন্দীকে ছাড়িয়া দাও। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করিলেন।

তারপর হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতাম এবং যাহারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করিত তাহাদিগকে অত্যাধিক কষ্ট দিতাম। অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন যেন আমি মক্কায় যাইয়া লোকদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে পারি। হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন। অন্যথায় মক্কার লোকদিগকে তাহাদের ধর্মের কারণে আমি ঠিক তেমনিভাবে কষ্ট দিব যেমন আপনার সাহাবীদিগকে তাহাদের দ্বীনের

কারণে কষ্ট দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলে তিনি মক্কায় চলিয়া গেলেন।

এদিকে হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার পর সফওয়ান বলিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই তোমরা এমন এক সুসংবাদ পাইবে, যাহা তোমাদের অন্তর হইতে বদরের সকল দুঃখ গ্লানি মুছিয়া দিবে এবং হযরত ওমায়ের (রাঃ) সম্পর্কে মক্কায় আগত আরোহীদের নিকট হইতে খবরাখবর লইতেন। অবশেষে একজন আরোহী আসিয়া হযরত ওমায়ের (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিলে সফওয়ান কসম খাইলেন যে, তাহার সহিত কখনও কথা বলিবেন না এবং তাহার কখনও কোন উপকার করিবেন না। (বিদায়াহ)

ইবনে জারীর (রহঃ) হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া উহাতে অতিরিক্ত এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ওমায়ের (রাঃ) মক্কায় আসিয়া ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে কেহ বিরোধিতা করিত তাহাকে কঠিন শাস্তি দিতেন। এইভাবে তাহার হাতে বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমায়ের (রাঃ)কে হেদায়াত দান করায় মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, ওমায়ের যখন মদীনায় আসিল তখন সে আমার নিকট শুকর অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে হইতেছিল, আর আজ সে আমার নিকট আমার ছেলে অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (এসাবাহ)

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় আসিয়া সোজা নিজের ঘরে গেলেন। সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি আপন ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়া দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। সফওয়ান এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, যখন ওমায়ের আমার

www.BANGLAKITAB.com

সহিত প্রথম দেখা না করিয়া ঘরে চলিয়া গিয়াছে আমি তখনই বুঝিতে পারিয়াছি যে, সে যে জিনিস হইতে বাঁচিতে চাহিয়াছে উহাতেই যাইয়া পতিত হইয়াছে এবং বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। আমি আর কোন দিন তাহার সহিত কথা বলিব না। তাহার ও তাহার সন্তানদের কোন উপকার করিব না। একদিন সফওয়ানকে হাতীমের ভিতর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু সফওয়ান অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া নিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি আমাদের একজন সর্দার, আপনিই বলুন, আমরা পাথরের পূজা করিতাম, উহার নামে পশু বলি দিতাম। ইহা কি কোন দ্বীন হইতে পারে? আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। সফওয়ান কোন জবাব দিলেন না। (ইসতীআব)

সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ)এর প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইতিপূর্বে রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার মা মুশরিক ছিলেন। আমি তাহাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতাম। এক দিন তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু অপ্রীতিকর কথা শুনাইয়া দিলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতাম, কিন্তু তিনি সবসময়ই অস্বীকার করিতেন। আজ আমি তাহাকে দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে কিছু অপ্রীতিকর কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ

তায়ালা আবু হোরায়রার মাকে হেদায়াত দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আবু হোরায়রার মাকে হেদায়াত দান করুন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ায় আনন্দিত হইয়া আমি ঘরের দিকে রওয়ানা হইলাম। দরজার নিকট পৌঁছিতেই দেখিলাম উহা ভিতর হইতে বন্ধ। ভিতর হইতে মা আমার পায়ের শব্দ পাইয়া বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, একটু দাঁড়াও। আমি (গোসলের) পানি পড়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমার মা কামীস পরিধান করিলেন এবং তাড়াতাড়ির দরুন ওড়না মাথায় না দিয়াই দরজা খুলিয়া দিলেন। দরজা খুলিতেই বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া এই সংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন এবং দোয়া দিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, ঈমানদার যে কোন পুরুষ বা নারী আমার কথা শুনিবে সে নিশ্চয় আমাকে মুহব্বত করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ইহা কিভাবে জানিলেন। তিনি বলিলেন, আমি আমার মাকে দাওয়াত দিতাম। অতঃপর বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন যে, আমি দৌড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমি কাঁদিতেছিলাম যেমন পূর্বে মনোবেদনার কারণে কাঁদিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়া কবুল করিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালা আবু হোরায়রার মাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন। তারপর বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন

www.BANGLAKITAB.com

তিনি সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর অন্তরে এবং প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিনাহ নারীর অন্তরে আমার ও আমার মায়ের মুহব্বাত পয়দা করিয়া দেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিনাহ নারীর অন্তরে আপনার এই ছোট্ট বান্দা ও তাহার মায়ের মুহব্বাত পয়দা করিয়া দিন। কাজেই প্রত্যেক মুমিন মুমিনাহ আমার নাম শুনামাত্রই আমাকে মুহব্বাত করে।

(ইবনে সা'দ)

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু তালহা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে (আমার মা) হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)কে বিবাহের পয়গাম দিলেন। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, হে আবু তালহা, তুমি কি জাননা যে, তুমি যাহার পূজা কর তাহা যমীন হইতে সৃষ্ট (কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা প্রস্তুত)? তিনি বলিলেন, হাঁ জানি। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, একটি গাছের পূজা করিতে কি তোমার লজ্জ করে না? যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমার নিকট হইতে ইসলাম ব্যতীত আর কোন মোহরানা দাবী করিব না। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিব। তারপর তিনি চলিয়া গেলেন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, হে আনাস, আবু তালহার (সহিত আমার) বিবাহ পড়াইয়া দাও। সুতরাং তিনি বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। (এসাবাহ)

বিভিন্ন আরব গোত্র ও কাওমের নিকট সাহাবা (রাঃ)দের দাওয়াত প্রদান

বনু সা'দ ইবনে বকর এর নিকট হযরত যেমাম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বনু সা'দ ইবনে বকর গোত্র যেমাম ইবনে সা'লাবা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিল। তিনি মদীনায় আগমন করিয়া মসজিদের দরজায় উট বসাইয়া উহার পা বাঁধিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের সহিত বসিয়া ছিলেন। যেমাম (রাঃ) অত্যন্ত শক্তিশালী ও ঘন চুল যুক্ত মাথায় তাহার দুইটি বেণী করা ছিল। তিনি আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে ইবনে আবদুল মুত্তালিব (অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র) কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই কি মুহাম্মাদ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। যেমাম (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিব এবং উহা কঠোর ভাষায় করিব। আপনি মনে কষ্ট নিবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি মনে কোন কষ্ট নিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় প্রশ্ন করিতে পার। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আপনাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, যিনি আপনার মা'বুদ এবং আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণেরও মা'বুদ, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া

www.BANGLAKITAB.com

জিজ্ঞাসা করি যিনি আপনার মা'বুদ এবং আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণেরও মা'বুদ, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদিগকে এই আদেশ করিবেন যেন আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি এবং আমাদের বাপ–দাদাগণ যে সকল মূর্তির পূজা করিয়াছেন উহাদিগকে পরিত্যাগ করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, যিনি আপনার মা'বুদ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণেরও মা'বুদ, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই হুকুম দিয়াছেন যে, আমরা এই পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, হাঁ।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি ইসলামের ফরয হুকুমসমূহ— যাকাত, রোযা, হজ্জ ও অন্যান্য শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে এক একটা করিয়া উল্লেখ করিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় আল্লাহর নামে দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন করা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আমি এই সকল ফরয হুকুমসমূহ আদায় করিব এবং যে সকল কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিব ; আমি (নিজের পক্ষ হইতে) বেশীও করিব না, কমও করিব না। অতঃপর তিনি ফেরৎ রওয়ানা হইবার উদ্দেশ্যে উটের নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুই বেণীওয়ালা যদি (তাহার কথায়) সত্যবাদী হয় তবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত যেমাম (রাঃ) নিজের উটের নিকট আসিয়া উহার পায়ের বাঁধন খুলিলেন এবং রওয়ানা হইয়া গেলেন। তিনি নিজ কাওমের নিকট পৌঁছিলে কাওমের লোকেরা সকলেই তাহার নিকট

আসিয়া সমবেত হইল। তিনি সর্বপ্রথম কথা এই বলিলেন যে, কতই না খারাপ এই লাত ও ওয্যা! লোকেরা বলিল, ক্ষান্ত হও, হে যেমাম! এমন না হয় যে, তুমি শ্বেত বা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হও অথবা পাগল হইয়া যাও। তিনি বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক। খোদার কসম, লাত ও ওয্যা ক্ষতিও করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর একখানা কিতাব নাযিল করিয়া উহা দ্বারা তোমাদিগকে সেই সকল (শিরকী) কার্যকলাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন যাহাতে তোমরা লিপ্ত ছিলে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন শরীক নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তিনি তোমাদিগকে যাহা আদেশ ও নিষেধ করিয়াছেন, তাহার পক্ষ হইতে আমি তাহা তোমাদের জন্য লইয়া আসিয়াছি।

বর্ণনাকারী বলেন, তাহার এই দাওয়াতের পর সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই সেই এলাকার সকল নারী পুরুষ মুসলমান হইয়া গেল। তাহারা সেখানে স্থানে স্থানে মসজিদ বানাইল এবং নামাযের জন্য আযান দিতে আরম্ভ করিল। (বিদায়াহ্)

হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ) কর্তৃক নিজ কাওমকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ) বলেন, আমরা জাহিলিয়াতের যুগে নিজ কাওমের জামাতের সহিত হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। মক্কায় অবস্থানকালে স্বপ্নে দেখিলাম যে, কা'বা শরীফ হইতে একটি নূর উপরে উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইয়াসরাব (অর্থাৎ মদীনার) পাহাড় ও জুহাইনার আশআর নামক পাহাড়কে আলোকিত করিয়া দিয়াছে। সেই নূরের ভিতর হইতে আমি এক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে, 'অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং

www.BANGLAKITAB.com

খাতামুল আম্বিয়া প্রেরিত হইয়াছেন।'

তারপর আবার সেই নূর চমকাইল, আমি এইবার সেই নূরের আলোতে হীরা শহরের মহলগুলি ও মাদায়েনের শ্বেতমহল দেখিতে পাইলাম এবং নূরের ভিতর হইতে এক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে, 'ইসলাম প্রকাশ লাভ করিয়াছে, মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা হইয়াছে।' আমি ভয়ে ঘুম হইতে জাগিয়া গেলাম এবং কাওমের লোকদেরকে বলিলাম, খোদার কসম, কোরাইশদের এই গোত্রে বিরাট একটা কিছু ঘটিবে। আমি তাহাদিগকে আমার স্বপ্নের কথা বলিলাম।

তারপর দেশে ফিরিবার পর এই সংবাদ আসিল যে, আহমাদ নামক এক ব্যক্তি পয়গাম্বররূপে প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব আমি রওয়ানা হইলাম এবং তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া আমার স্বপ্নের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমর ইবনে মুররাহ আমি সমগ্র বান্দাদের প্রতি প্রেরিত নবী। আমি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহবান করিতেছি এবং তাহাদিগকে খুনের হেফাজত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এক আল্লাহর এবাদত করা, মূর্তি পূজা বর্জন করা, বাইতুল্লার হজ্জ করা ও বার মাসের এক মাস অর্থাৎ রমযান মাসের রোযা রাখার হুকুম করিতেছি। যে ব্যক্তি মানিয়া লইবে সে বেহেশত পাইবে। আর যে অমান্য করিবে সে দোযখে যাইবে। হে আমর, ঈমান আনয়ন কর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দোযখের ভয়াবহ আযাব হইতে নিরাপত্ত। দান করিবেন। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আপনার আনিত হালাল–হারাম সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিলাম। যদিও অনেক কাওমের নিকট ইহা মন্দ লাগিবে। তারপর আমি কয়েক লাইন কবিতা পড়িয়া শুনাইলাম যাহা আমি তাঁহার নবুওয়াতের সংবাদ পাওয়ার পর রচনা করিয়াছিলাম। আমাদের একটি মূর্তি ছিল। আমার পিতা সেই মূর্তির সেবা করিতেন। আমি সেই মূর্তি

ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হইলাম—

شَهِدْتُ بِاَنَّ اللّٰهَ حَقٌّ وَاِنَّنِىْ لِاٰلِهَةِ الْأَحْجَارِ اَوَّلُ تَارِكِ

وَ شَمَّرْتُ عَنْ سَاقِىْ الْاِزَارَ مُهَاجِرًا اَجُوْبُ اِلَيْكَ الْوَعْثَ بَعْدَ الدَّكَادِكِ

لِاَصْحَبَ خَيْرَالنَّاسِ نَفْسًاوَّ وَالِدًا رَسُوْلَ مَلِيْكِ النَّاسِ فَوْقَ الْحَبَائِكِ

অর্থ ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সত্য এবং পাথর নির্মিত মূর্তি পরিত্যাগে আমি সর্বপ্রথম। আমি পায়ের গোছার উপর লুঙ্গি উঠাইয়া হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছি। (ইয়া রাসূলাল্লাহ,) আমি আপনার খেদমতে পৌঁছিবার জন্য দুর্গম পথ ও কঠিন যমীন অতিক্রম করিতেছি। (এই সকল কষ্ট স্বীকার করা) এইজন্য, যেন আমি সেই মহান ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করিতে পারি যিনি ব্যক্তিগত ও বংশগত উভয় দিক হইতে সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম এবং যিনি সকল মানুষের মালিকের রাসূল, যিনি আসমানের উপর আছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবিতা শুনিয়া) বলিলেন, তোমাকে মারহাবা, হে আমর!

হযরত আমর বলেন, আমি বলিলাম, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আমাকে আমার কাওমের নিকট প্রেরণ করুন হয়ত আমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি দয়া করিবেন, যেমন আপনার দ্বারা আমার প্রতি দয়া করিয়াছেন। অতএব তিনি আমাকে প্রেরণ করিলেন এবং নসীহত করিলেন যে, 'নম্র ব্যবহার করিবে, সহজ সরলভাবে কথা বলিবে। কঠোর কথা বলিবে না, অহঙ্কারী ও হিংসুক হইবে না।' আমি আমার কাওমের নিকট আসিয়া বলিলাম, 'হে বনি রেফাআহ, বরং হে জুহাইনা গোত্র, আমি আল্লাহর রাসূলের দূত হিসাবে তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তোমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি এবং তোমাদিগকে খুনের হেফাজত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়

www.BANGLAKITAB.com

রাখা, এক আল্লাহর এবাদত করা, মূর্তিপূজা বর্জন করা, বাইতুল্লার হজ্জ করা ও বার মাসের একমাস অর্থাৎ রমযান মাসের রোযা রাখার হুকুম করিতেছি। যে ব্যক্তি মানিয়া লইবে সে বেহেশত পাইবে, আর যে অমান্য করিবে সে দোযখে যাইবে। হে জুহাইনা গোত্র, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সমগ্র আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানাইয়াছেন এবং যে সকল ঘৃণিত কাজ অন্যান্য আরবদের নিকট পছন্দনীয় ছিল তাহা তিনি তোমাদের নিকট জাহিলিয়াতের যুগেও অপছন্দনীয় করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, অন্যান্য আরবগোত্রগণ সহোদরা দুইবোনকে একই সময়ে স্ত্রী হিসাবে রাখিত, সম্মানিত মাসে লড়াই করিত এবং পিতার মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যাক্ত স্ত্রীকে পুত্র বিবাহ করিত। অতএব তোমরা লুআই ইবনে গালিবের বংশে প্রেরিত এই নবীর কথা মানিয়া লও, দুনিয়ার সম্মান ও আখেরাতের মর্যাদা লাভ করিবে।'

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, কাওমের কেহই আমার নিকট আসিল না। শুধু এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমর ইবনে মুররাহ! আল্লাহ তোমার জীবনকে তিক্ত করুন, তুমি কি আমাদিগকে এই আদেশ করিতেছ যে, আমরা আমাদের মা'বুদগুলিকে পরিত্যাগ করি? আমরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাই এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী আমাদের বাপদাদাদের ধর্মের বিরোধিতা করি? তেহামা নিবাসী এই কোরাইশী আমাদিগকে কিসের প্রতি আহবান করিতেছে? আমরা না তাহাকে ভালবাসি, আর না তাহাকে সম্মান করি। তারপর সেই খবীস এই কবিতা আবৃত্তি করিল—

اِنَّ ابْنَ مُرَّةَ قَدْ اَتٰى بِمَقَالَةٍ لَيْسَتْ مُقَالَةَ مَنْ يُرِيْدُ صَلَاحَا

اِنِّىْ لَاَحْسِبُ قَوْلَهٗ وَ فِعَالَهٗ يَوْمًا وَ اِنْ طَالَ الزَّمَانُ ذُبَاحَا

لِيُسَفِّهَ الْاَشْيَاخَ مِمَّنْ قَدْمَضٰى مَنْ رَامَ ذٰلِكَ لَا اَصَابَ فَلَاحَا .

অর্থ ঃ 'আমর ইবনে মুররাহ এমন কথা লইয়া আসিয়াছে যাহা মীমাংসা প্রিয় ব্যক্তির কথা হইতে পারে না। আমার ধারণা যে, তাহার

কথা ও কাজ দেরীতে হইলেও একদিন গলার কাঁটা হইবে। সে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বোকা প্রমাণ করিতে চাহিতেছে। যে এমন কাজ করিবে সে কখনও সফলকাম হইবে না।'

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, (আমি তাহার এই সকল কথার জবাবে বলিলাম,) আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হয় আল্লাহ যেন তাহার জীবনকে তিক্ত করিয়া দেন এবং তাহাকে বোবা ও অন্ধ করিয়া দেন। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম, মৃত্যুর পূর্বেই সেই খবীসের সমস্ত দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল এবং সে অন্ধ ও পাগল হইয়া গিয়াছিল। কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যেই সে স্বাদ পাইত না।

অতঃপর হযরত আমর (রাঃ) আপন কাওমের যাহারা মুসলমান হইয়াছিল তাহাদিগকে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দীর্ঘ হায়াতের দোয়া দিলেন, মারহাবা দিলেন এবং তাহাদিগকে একটি পত্র লিখিয়া দিলেন, যাহা নিম্নরূপ ছিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইহা মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার সেই রাসূলের ভাষায় (লিখিত) একটি পত্র যিনি সত্য, হক ও হক কথা বলে এমন কিতাব লইয়া আসিয়াছেন। এই পত্র জুহাইনা ইবনে যায়েদ গোত্রের নামে আমর ইবনে মুররার হাতে দেওয়া হইল। (তোমাদের এলাকার) নিচু ও সমতল ভূমি এবং উপত্যকার নিম্নভাগ ও উপরিভাগের সকল স্থানে তোমাদিগকে অধিকার দেওয়া হইল। যেখানে ইচ্ছা হয় তোমাদের পশু চরাইতে পারিবে এবং উহার পানি ব্যবহার করিতে পারিবে। তবে শর্ত এই যে, গনীমতের এক পঞ্চমাংশ পরিশোধ করিতে থাকিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করিবে এবং ভেড়া ও বকরীর দুই পাল যদি একত্র করা হয়, (যাহার সংখ্যা একশত বিশের অধিক কিন্তু দুইশতের কম হয়) তবে (একত্রিত দুই পাল হইতে) দুইটি বকরী যাকাত বাবদ দিতে হইবে। আর

www.BANGLAKITAB.com

যদি পৃথক পৃথক দুই পাল হয় (যাহার প্রত্যেকটিতে চল্লিশটি করিয়া বকরী থাকে) তবে পাল প্রতি একটি করিয়া বকরী যাকাত বাবদ আদায় করিতে হইবে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত বা পানি টানার কাজে ব্যবহৃত পশুর উপর কোন যাকাত নাই। আল্লাহ তায়ালা ও উপস্থিত সমস্ত মুসলমান এই অঙ্গীকারপত্রের উপর সাক্ষী রহিল। বকলম, কায়েস ইবনে শাম্মাস।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক সাকীফ গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, নবম হিজরীতে মুসলমানগণ হজ্জের প্রস্তুতি আরম্ভ করিলে ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মুসলমান হইয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, তাহারা তোমাকে কতল করিয়া দিবে। তিনি বলিলেন, (তাহারা তো আমাকে এতখানি সম্মান করে যে,) যদি তাহারা আমার নিকট আসিয়া দেখে যে, আমি ঘুমাইয়া আছি তবে আমাকে জাগ্রত করে না। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি মুসলমান হইয়া আপন কাওমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন এবং এশার সময় তাহাদের নিকট পৌঁছিলেন। সাকীফের লোকেরা তাঁহাকে সালাম করিতে আসিল। তিনি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। কাওমের লোকেরা তাহার উপর নানারকম অপবাদ দিল, তাহাকে রাগান্বিত করিল, অবাঞ্ছিত কথা শুনাইল এবং তাহাকে কতল করিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই সংবাদ পাইয়া) বলিলেন, ওরওয়ার উদাহরণ সেই (হাবীবে নাজ্জার নামক) লোকটির ন্যায় যাহার ঘটনা সূরা ইয়াসীনে বর্ণনা করা হইয়াছে। সে নিজ কাওমকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিল,

আর তাহারা তাহাকে কতল করিয়া দিল। (তাবারানী)

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) অন্যান্য বহু আলেম হইতে এই ঘটনা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওরওয়া (রাঃ) এশার সময় তায়েফে পৌঁছিয়া নিজ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সাকীফ গোত্রের লোকেরা আসিয়া তাহাকে জাহিলিয়াতের রীতিতে সালাম করিলে তিনি তাহাদিগকে এইরূপ সালাম করিতে বাধা দিয়া বলিলেন, তোমরা বেহেশতীদের নিয়মে সালাম কর, অর্থাৎ 'আসসালামু আলাইকুম' বল। কাওমের লোকেরা তাহাকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিল এবং গালমন্দ করিল। তিনি তাহা সহ্য করিলেন। তাহারা বাহিরে আসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। পরামর্শ করিতে করিতে ফজরের সময় হইয়া গেল। হযরত ওরওয়া (রাঃ) ঘরের উপর উঠিয়া নামাযের জন্য আযান দিলেন। আযানের শব্দ শুনিয়া সাকীফের লোকেরা চারিদিক হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং বনু মালেকের আউস ইবনে আউফ নামক এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার শিরার উপর এমনভাবে বিদ্ধ হইল যে রক্ত বন্ধ হইল না। সঙ্গে সঙ্গে গায়লান ইবনে সালামাহ, কেনানাহ ইবনে আব্দে ইয়ালীল, হাকাম ইবনে আমর ও অন্যান্য মিত্র পক্ষীয় সর্দারগণ যুদ্ধের পোশাক পরিধান করিয়া সমবেত হইল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমরা বনু মালেকের দশজন সর্দারকে হত্যা করিয়া ওরওয়ার প্রতিশোধ লইব, আর না হয় আমরা সকলেই শেষ হইয়া যাইব। হযরত ওরওয়া (রাঃ) তাহাদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পরিবর্তে তোমরা কাহাকেও হত্যা করিও না। আমি তোমাদের মাঝে আপোষ করিবার উদ্দেশ্যে হত্যাকারীকে আমার খুন মাফ করিয়া দিলাম। আমার এই মৃত্যু এক মহাসম্মান, যাহা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন এবং ইহা সেই শাহাদাত যাহা আল্লাহ তায়ালা আমার ভাগ্যে জুটাইয়াছেন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তোমরা আমাকে হত্যা

www.BANGLAKITAB.com

করিবে। অতঃপর তিনি নিজের আত্মীয়–স্বজনদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, মৃত্যুর পর আমাকে তোমরা সেই সকল শহীদানের নিকট দাফন করিবে যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফেরৎ যাইবার পূর্বে এইখানে শহীদ হইয়াছিলেন।'

অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন এবং তাহাকে শহীদানের সহিত দাফন করা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার শাহাদাতের খবর পাইয়া বলিলেন, ওরওয়ার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যাহার ঘটনা সূরায়ে ইয়াসীনে বর্ণিত হইয়াছে।

সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পূর্বে 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সকল আখলাক ও আমল সম্বলিত ঘটনাবলী যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে'এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রাঃ) কর্তৃক আপন কাওমকে দাওয়াত প্রদান

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাওমের শত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও তাহাদের মঙ্গল কামনায় চেষ্টারত থাকিতেন এবং দুনিয়া আখেরাতের বিপদ আপদ হইতে মুক্তি লাভের পথে তাহাদিগকে আহবান করিতেন। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁহাকে কোরাইশদের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র হইতে নিরাপদ রাখিলেন তখন তাহারা ভিন্ন পথ এই অবলম্বন করিল যে, লোকদিগকে এবং বহিরাগত আরবদিগকে তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ভীতিমূলক কথাবার্তা শুনাইয়া দূরে সরাইয়া রাখিত। হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে তিনি একবার সেখানে গেলেন। হযরত তোফায়েল (রাঃ) একজন সম্ভ্রান্ত, কবি ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কোরাইশের কতিপয় ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলিল, হে তোফায়েল, তুমি

আমাদের শহরে আসিয়াছ। আমাদের মাঝে এই ব্যক্তিকে দেখিতেছ, সে আমাদিগকে বড় মুশকিলে ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের দলের ভিতর বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাহার কথাবার্তা যাদুর ন্যায় পিতা–পুত্র, ভাই–ভাই ও স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দেয়। আমরা তোমার ও তোমার কাওমের মধ্যে সেই বিভেদ সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা করিতেছি যাহা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই তুমি তাহার সহিত কথা বলিও না এবং তাহার কোন কথা শুনিও না।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, তাহারা আমাকে এই ব্যাপারে ক্রমাগত এত অধিক বুঝাইল যে, শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, তাঁহার কোন কথা শুনিব না এবং তাঁহার সহিত কথাও বলিব না। এমন কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার কোন কথা আমার কানে পৌঁছিয়া যায় কিনা, এই ভয়ে সকালবেলা মসজিদে যাওয়ার সময় তুলা দ্বারা কান বন্ধ করিয়া লইলাম।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, সকালবেলা মসজিদে যাইয়া দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের নিকট দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। এত সতর্কতা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কিছু কথা আমাকে শুনাইয়াই দিলেন। আমার কাছে তাহা অতি উত্তম মনে হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার মা পুত্রশোকে কাঁদুক, আমি একজন বিচক্ষণ কবি, এমন নহি যে, ভালমন্দের তফাৎ করিতে পারি না। এই ব্যক্তির কথা শুনিতে আমার বাধা কিসের? যদি ভাল কথা হয় কবুল করিব, আর যদি খারাপ হয় পরিত্যাগ করিব। সুতরাং আমি অপেক্ষায় রহিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ঘরের দিকে রওয়ানা হইলে আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলে আমিও প্রবেশ করিয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ! আপনার কাওম আমাকে এমন এমন কথা বলিয়াছে। খোদার কসম, তাহারা আপনার ব্যাপারে আমাকে এত ভয় দেখাইয়াছে যে, আমি তুলা দ্বারা আমার কান

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধ করিয়া লইয়াছি যাহাতে আপনার কথা শুনিতে না হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার কথা শুনাইয়াই ছাড়িলেন। আমি অতি উত্তম কথা শুনিয়াছি। সুতরাং আপনি আমার নিকট আপনার কথা পেশ করুন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট ইসলাম পেশ করিলেন এবং আমাকে কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি পূর্বে কখনও এরূপ উত্তম কথা এবং ন্যায়সঙ্গত বিষয় শুনি নাই। সুতরাং আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া বলিলাম, হে আল্লাহর নবী, আমার কাওম আমাকে মান্য করে, আমি তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিব। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে এমন কোন নিদর্শন দান করেন যাহা তাহাদিগকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে আমার জন্য সহায়ক হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে কোন নিদর্শন দান করুন।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি আমার কাওমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমি যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে এলাকার লোকদের দৃষ্টিগোচর হইবার স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার উভয় চোখের মাঝখানে চেরাগের ন্যায় একটি নূর প্রকাশিত হইল। হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি দোয়া করিলাম, আয় আল্লাহ, চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এই নূর প্রকাশ করুন। কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, কাওমের লোকেরা (চোখের মাঝখানে এই নূর দেখিয়া) হয়ত ধারণা করিবে যে, তাহাদের ধর্ম ত্যাগ করার দরুন আমার চেহারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নূর দুই চোখের মাঝখান হইতে আমার চাবুকের মাথায় আসিয়া গেল। তারপর আমি যখন সেই পাহাড়ী পথ হইতে নীচে নামিতে ছিলাম তখন এলাকার লোকেরা আমার চাবুকের মাথায় সেই নূর ঝুলন্ত বাতির ন্যায় দেখিয়া

একে অপরকে দেখাইতেছিল। এইরূপে আমি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া বাহন হইতে নামিলাম। অতঃপর আমার পিতা আমার নিকট আসিলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। আমি বলিলাম, আব্বাজান, আপনি আমার নিকট হইতে দূরে থাকুন। আপনার আমার সহিত বা আমার আপনার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন, বেটা, কি হইয়াছে? বলিলাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দ্বীনের অনুসারী হইয়াছি। আমার পিতা বলিলেন, তোমার দ্বীনই আমার দ্বীন। অতঃপর তিনি গোসল করিলেন এবং কাপড় পাক করিয়া আসিলেন। আমি তাহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলাম। তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। তারপর আমার স্ত্রী আসিল। আমি বলিলাম, আমার নিকট হইতে দূরে থাক, তোমার সহিত আমার এবং আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। স্ত্রী বলিল, কেন? আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হউক। আমি বলিলাম, ইসলাম আমাদের উভয়ের সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। অতএব সেও ইসলাম গ্রহণ করিল। অতঃপর আমি দাওস গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম ; কিন্তু তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে (অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকিল এবং) অনেক দেরী করিয়া ফেলিল। অবশেষে আমি মক্কায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী, আমি দাওস গোত্রের নিকট পরাস্ত হইয়াছি (অর্থাৎ তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়া ব্যর্থ হইয়াছি।) আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আয় আল্লাহ, দোওস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন।' (তারপর আমাকে বলিলেন,) তোমার গোত্রের নিকট ফিরিয়া যাও এবং দাওয়াত দিতে থাক, তবে তাহাদের সহিত নম্র ব্যবহার করিবে।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং দাওসের এলাকায় তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে

WWW.BANGLAKITAB.COM

থাকিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিলেন এবং বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ করিলেন। তারপর আমি আমার স্বগোত্রীয় মুসলমানদের সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি তখন খায়বারে গমন করিয়াছিলেন। সে সময় আমি দাওস গোত্রের প্রায় সত্তর–আশি পরিবার মদীনায় লইয়া আসিয়াছিলাম। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ এবং তাহার পিতা, স্ত্রী ও কাওমকে দাওয়াত প্রদান এবং তাহার মক্কা আগমনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে যুল কাফফাইন নামক মূর্তি জ্বালাইয়া দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ইয়ামামা গমন ও (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে) তাঁহার একটি স্বপ্ন দেখা এবং ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁহার শাহাদাত বরণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

এসাবাহ নামক গ্রন্থে আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর বরাত দিয়া ইবনে কালবী হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত তোফায়েল (রাঃ) মক্কায় আসিলে কোরাইশের কতিপয় লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিল এবং তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে তাহাকেও যাচাই করিবার জন্য অনুরোধ করিল। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া নিজের রচিত কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সূরায়ে এখলাস, ফালাক ও সূরায়ে নাস পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত তোফায়েল (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর এই রেওয়ায়াতে তাঁহার চাবুকের মাথায় নূর প্রকাশিত হইবার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি আপন পিতামাতাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে পিতা ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মা গ্রহণ করিলেন না। তিনি

আপন কাওমকেও দাওয়াত দিলেন ; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, আপনি মজবুত ও সুরক্ষিত দূর্গ অর্থাৎ দাওসের ভূখণ্ড দখল করিবেন কি? (অর্থাৎ দাওসের উপর আক্রমন করিয়া তাহাদের যমীন দখল করুন অথবা তাহাদের উপর বদদোয়া করিয়া ধ্বংস করিয়া দিন।) কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (তাহার এই প্রস্তাবকে উপেক্ষা করিয়া) দাওস গোত্রের (হেদায়াতের) জন্য দোয়া করিলেন তখন তিনি বলিলেন, আমি তো তাহাদের জন্য এই (হেদায়াতের) দোয়া চাহি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (হেদায়াত লাভ করিয়া) তোমার ন্যায় (হইতে পারে এরূপ যোগ্য) বহুলোক তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত জুন্দুব ইবনে হুমামাহ ইবনে আওফ দাওসী (রাঃ) জাহিলিয়াতের যুগে বলিতেন, এই সৃষ্টিজগতের অবশ্যই কোন একজন স্রষ্টা রহিয়াছেন, কিন্তু আমি জানি না, তিনি কে? তিনি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ পাইলেন তখন নিজ কাওমের পঁচাত্তর জন লোককে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া) নিজে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীগণও ইসলাম গ্রহণ করিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত জুন্দুব (রাঃ) (ইসলাম গ্রহণের জন্য তাহার সঙ্গীগণের মধ্য হইতে) এক একজন করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিতেছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)এর হামদান গোত্রকে দাওয়াত প্রদান, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রকে দাওয়াত প্রদান এবং হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর নিজ কাওমকে দাওয়াত প্রদানের ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ) কর্তৃক একেকজন কিংবা জামাত প্রেরণ

উমাইয়া বংশের হযরত হেশাম ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমাকে ও আমার একজন সঙ্গীকে রোমের বাদশাহ হেরাকলের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আমরা উভয়ে রওয়ানা হইয়া গুতাহ অর্থাৎ দামেশকে পৌঁছিলাম। সেখানে জাবালা ইবনে আইহাম গাসসানীর নিকট উঠিলাম। অতঃপর তাহার দরবারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সে সিংহাসনে বসিয়া আছে। সে আমাদের সহিত কথা বলিবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিল। আমরা বলিলাম, খোদার কসম, আমরা দূতের সহিত কথা বলিব না। আমরা তো স্বয়ং বাদশাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। যদি অনুমতি পাই তবে তাহার সহিত কথা বলিব, অন্যথা আমরা দূতের সহিত কথা বলিব না। দূত আসিয়া তাহাকে এই সংবাদ জানাইলে সে আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করিল এবং বলিল, বল, কি বলিবে। অতএব হযরত হেশাম ইবনে আস (রাঃ) তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। জাবালা কালো পোশক পরিহিত ছিল। হযরত হেশাম (রাঃ) এই কালো পোশাক পরিধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এই কালো পোশাক পরিধান করিয়া আমি শপথ করিয়াছি যে, তোমাদিগকে সিরিয়া হইতে বহিস্কার না করা পর্যন্ত আমি উহা পরিবর্তন করিব না। হযরত হেশাম (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, খোদার কসম, তোমার এই দরবার যেখানে তুমি বসিয়া আছ, আমরা উহা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব এবং ইনশাআল্লাহ আমরা তোমার বড় বাদশাহ (অর্থাৎ হেরাকল)এর রাজ্য (রোম)ও কাড়িয়া লইব। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। জাবালা বলিল, তোমরা সেইসকল লোক নও, বরং তাহারা এমন কাওম হইবে যাহারা দিনের বেলায় রোযা রাখিবে এবং রাত্রিবেলায় এবাদত করিবে। অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার বর্ণনা গায়েবী মদদের

অধ্যায়ে আসিতেছে।

মূসা ইবনে ওকবা কুরাশী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হেশাম ইবনে আস (রাঃ), হযরত নুআঈম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও অপর এক সাহাবীকে যাহার নাম বর্ণনাকারী উল্লেখ করিয়াছিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে রোমের বাদশাহের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। হযরত হেশাম (রাঃ) বলেন, আমরা গুতায় জাবালা ইবনে আইহামের নিকট গেলাম। তাহার পরিধেয় পোশাক ও তাহার আশেপাশে সকল বস্তু কালো রঙের ছিল। সে বলিল, হে হেশাম, বল। হযরত হেশাম (রাঃ) তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিলেন। হাদীসের বাকী অংশ বিস্তারিতভাবে সামনে আসিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা ও ইসলাম গ্রহণের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ)দের পত্র প্রেরণ

যিয়াদ ইবনে হারেস (রাঃ)এর নিজ কাওমের প্রতি পত্র

যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ইসলামের উপর বাইআত হইলাম। তারপর আমি জানিতে পারিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাওমের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এই বাহিনী ফেরৎ লইয়া আসুন। আমি আমার কাওমের ইসলাম গ্রহণ ও তাহাদের আনুগত্য স্বীকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি যাও, তাহাদিগকে ফেরৎ লইয়া আস। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বাহনটি ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া বাহিনীকে ফেরৎ লইয়া আসিলেন।

সুদায়ী বলেন, আমি কাওমের নিকট পত্র লিখিলে তাহারা মুসলমান

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া গেল এবং এই সংবাদ লইয়া তাহাদের প্রতিনিধিদল আসিয়া হাজির হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে সুদায়ী ভাই! তোমার কাওম তো দেখি তোমাকে খুব মান্য করে। আমি বলিলাম, (ইহাতে আমার কোন যোগ্যতার দখল নাই) বরং আল্লাহ তায়ালাই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিব কি? আমি বলিলাম,জ্বি হাঁ, করিয়া দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাকে আমীর নিযুক্ত করিয়া একটি পত্র লিখিয়া দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের সদকার মধ্য হইতে আমার জন্য কিছু অংশ বরাদ্দ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা। অতঃপর এই মর্মে অপর একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন।

হযরত যিয়াদ সুদায়ী (রাঃ) বলেন, এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে থাকাকালীন ঘটিয়াছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করিলে স্থানীয় লোকেরা আসিয়া তাহাদের সদকা আদায়কারী সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, আমাদের ও তাহার কাওমের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগে কিছু (ঝগড়া–বিবাদ) ছিল। সেই সূত্রে সে আমাদের সহিত প্রতিশোধমূলক কঠোর ব্যবহার করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সত্যই কি সে এমন করিয়াছে? তাহারা বলিল, জ্বি, হাঁ। তিনি সাহাবা (রাঃ)দের প্রতি তাকাইলেন। আমিও তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তারপর বলিলেন, 'মুমিন ব্যক্তির জন্য আমীর হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।' হযরত সুদায়ী (রাঃ) বলেন, তাঁহার এই কথা আমার অন্তরে লাগিল।

অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে (কিছু) দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ধনী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি লোকদের নিকট চাহিবে, এই চাওয়া তাহার জন্য মাথার ব্যথা ও পেটের পীড়া হইয়া থাকিবে। লোকটি

বলিল, আমাকে সদকা হইতে কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা সদকার মাল বন্টনের ব্যাপারে কোন নবী অথবা অন্য কাহারো ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট নহেন বলিয়া তিনি নিজেই উহার ফয়সালা করিয়াছেন এবং আট প্রকার লোকের মধ্যে উহা বন্টন করিয়াছেন। তুমি যদি সেই আট প্রকারের মধ্যে হইয়া থাক, তবে তোমাকে দিব। হযরত সুদায়ী (রাঃ) বলেন, তাহার এই কথাও আমার অন্তরে যাইয়া লাগিল। কারণ আমিও একজন ধনী ব্যক্তি হইয়া তাঁহার নিকট সদকার মাল হইতে চাহিয়াছি।

অতঃপর ইমাম বাইহাকী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিলে আমি (আমার জন্য লেখা) পত্র দুইখানি লইয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এই দুই (পত্রের) ব্যাপারে মাফ করিবেন। তিনি বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য আমীর হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। অথচ আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখি। আর মালের জন্য আবেদনকারী সেই লোকটির উদ্দেশ্যে আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও লোকদের নিকট চাহিবে, এই চাওয়া তাহার জন্য মাথার ব্যথা ও পেটের পীড়া হইয়া থাকিবে। আমিও আপনার নিকট চাহিয়াছি অথচ আমি একজন ধনী ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কথা তো তাহাই যাহা বলিয়াছি। এখন এই পত্র গ্রহণ করা বা ফেরৎ দেওয়া তোমার ইচ্ছা। আমি বলিলাম, ফেরৎ দিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, এমন একজন লোক বল যাহাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করিতে পারি। আমি আগত প্রতিনিধিদলের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির নাম বলিলে তিনি তাহাকে আমীর বানাইয়া দিলেন। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত বুজাইর (রাঃ)এর আপন ভাই কা'ব এর নামে পত্র

হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'ব ইবনে যুহাইর (রাঃ) ও হযরত বুজাইর ইবনে যুহাইর (রাঃ) (দুই ভাই) সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। আবরাকুল আযযাফ নামক জলাশয়ের নিকট পৌঁছিয়া হযরত বুজাইর (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি একটু এই জানোয়ারগুলির নিকট অপেক্ষা কর, আমি এই ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়া আসি, তিনি কি বলেন? হযরত কা'ব (রাঃ) সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হযরত বুজাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাহার নিকট ইসলাম পেশ করিলেন। হযরত বুজাইর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত কা'ব এই সংবাদ পাইয়া (তাহার বিরুদ্ধে) এই কবিতা রচনা করিলেন—

أَلَا أَبْلِغَا عَنِّي بُجَيْرًا رِسَالَةً ... عَلَى أَيِّ شَيْءٍ وَيْبَ غَيْرِكَ دَلَّكَا

عَلَى خُلُقٍ لَمْ تُلْفِ أُمًّا وَلَا أَبًا ... عَلَيْهِ وَلَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ أَخًا لَكَا

سَقَاكَ أَبُو بَكْرٍ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ ... وَأَنْهَلَكَ الْمَأْمُورُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

অর্থ ঃ শোন, হে আমার সঙ্গীদ্বয়, আমার পক্ষ হইতে বুজাইরকে এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দাও যে, তোমার অপর লোকটির (অর্থাৎ হযরত আবু বকরের (রাঃ) নাশ হউক! সে তোমাকে কোন্ পথ ধরাইয়াছে। তোমাকে এমন এক চরিত্রের পথ ধরাইয়াছে যে পথে না তোমার পিতামাতাকে দেখিয়াছ, আর না তোমার কোন ভাইকে পাইয়াছ। আবু বকর তোমাকে একটি নিকৃষ্টতম পেয়ালা পান করাইয়াছে, জ্বীনের গোলাম সেই লোকটি বার বার তোমাকে উহা হইতে পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কবিতা

পৌঁছিলে তিনি ঘোষণা দিলেন,যে ব্যক্তি কা'বকে হত্যা করিবে তাহার খুন মাফ এবং বলিলেন, কা'বকে যে যেখানে পায় যেন কতল করিয়া দেয়।

হযরত বুজাইর (রাঃ) তাহার ভাই (কা'ব)কে পত্র মারফৎ এই সংবাদ জানাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার হত্যাকারীর খুন মাফ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সুতরাং নিজের প্রাণ বাঁচাও, তবে বাঁচিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। তারপর লিখিলেন, জানিয়া রাখ, যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া 'আশহাদু আল্ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পড়িয়া লয় তিনি তাহার এই শাহাদাৎকে গ্রহণ করিয়া লন। অতএব আমার এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মুসলমান হইয়া চলিয়া আস। হযরত কা'ব (রাঃ) (পত্র পাঠ করিয়া) মুসলমান হইয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিলেন। তারপর আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের দ্বারে উট বসাইয়া নামিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবা (রাঃ)দের মাঝখানে এমনভাবে বসিয়াছিলেন যেমন সকলের মাঝখানে দস্তরখান হইয়া থাকে। আর সাহাবা (রাঃ) তাঁহাকে ঘিরিয়া গোলাকার হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি কখনও একদিকে মুখ করিয়া, আবার কখনও অপরদিকে মুখ করিয়া সাহাবা (রাঃ)দের সহিত কথা বলিতেছিলেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদের দ্বারে উট বসাইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার হুলিয়া মোবারক দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। আমি লোকদের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া বসিলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া বলিলাম, আশহাদু আল্ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিরাপত্তা চাহিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

আমি কা'ব ইবনে যুহাইর। তিনি বলিলেন, তুমিই সেই কবিতা রচনা করিয়াছিলে? তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, হে আবু বকর, সে (তার কবিতায়) কিরূপ বলিয়াছিল? হযরত আবু বকর (রাঃ) পড়িয়া শুনাইলেন—

سَقَاكَ اَبُوْ بَكْرٍ بِكَأْسٍ رَدِيَّةٍ وَانْهَلَكَ الْمَامُوْرُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

অর্থ ঃ আবু বকর তোমাকে নিকৃষ্টতম পেয়ালা পান করাইয়াছে, আর জ্বীনের গোলাম সেই লোকটি বার বার তোমাকে উহা হইতে পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এইভাবে বলি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কিভাবে বলিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আমি তো এইভাবে বলিয়াছিলাম, (পূর্বোক্ত কবিতাকেই সামান্য শব্দ পরিবর্তন করিয়া প্রশংসামূলক বানাইয়া দিলেন।)

سَقَاكَ اَبُوْ بَكْرٍ بِكَأْسٍ رَدِيَّةٍ وَانْهَلَكَ الْمَامُوْنُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

অর্থ ঃ আবু বকর তোমাকে এক পরিপূর্ণ পেয়ালা পান করাইয়াছেন, আর সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি তোমাকে উহা হইতে বার বার পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খোদার কসম সে (অর্থাৎ আবু বকর) বিশ্বস্ত ব্যক্তি। অতঃপর হযরত কা'ব (রাঃ) তাহার সেই কাসীদাহ শেষ পর্যন্ত পড়িয়া শুনাইলেন। হাকেম (রহঃ) তাহার পূর্ণ কাসীদাহ উল্লেখ করিয়াছেন।

মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বলেন, হযরত কা'ব ইবনে যুহাইর (রাঃ) 'বানাত সুআদ' নামক তাহার (সুপ্রসিদ্ধ) কাসীদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার মসজিদে নববীতে বসিয়া শুনাইয়াছেন। যখন তিনি তাহার কাসীদার নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলি পড়িতেছিলেন—

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهٖ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلُ
فِىْ فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا اَسْلَمُوْا زُوْلُوْا

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক জ্যোতি যাহা হইতে (হেদায়াতের) আলো সংগ্রহ করা হয়। তিনি আল্লাহর তরবারীসমূহ হইতে উত্তোলিত অতিশয় ধারালো এক তরবারী। তিনি কোরাইশদের এক যুবকদলের মধ্যে রাসূল হইয়া আসিয়াছেন। সেই যুবকদল যখন মুসলমান হইল তখন মক্কায় অবস্থানকালে তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, তোমরা স্থান পরিবর্তন কর, (অর্থাৎ হিজরত কর)।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম নিজের আস্তিন দ্বারা সমবেত লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন যেন তাহারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত বুজাইর ইবনে যুহাইর (রাঃ) আপন ভাই কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবি সুলমাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি এই কবিতাও লিখিয়াছিলেন—

مَنْ مُبْلِغٌ كَعْبًا فَهَلْ لَكَ فِى الَّتِى تَلُوْمُ عَلَيْهَا بَاطِلاً وَ هِىَ اَحْزَمُ
اِلَى اللّٰهِ لاَ الْعُزّٰى وَلاَ اللَّاتِ وَحْدَهٗ فَتَنْجُوْا اِذَاكَانَ النَّجَاءُ وَ يَسْلَمُ
لَدَى يَوْمٍ لاَيَنْجُوْ وَلَيْسَ بِمُفْلِتٍ مِنَ النَّارِ اِلاَّ طَاهِرُ الْقَلْبِ مُسْلِمُ
فَدِيْنُ زُهَيْرٍ وَ هُوَلاَ شَئَ بَاطِلٌ وَدِيْنُ اَبِى سُلْمٰى عَلَىَّ مُحَرَّمُ

অর্থ ঃ কে আছে, আমার পক্ষ হইতে কা'বকে এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দিবে যে, তুমি কি সেই দ্বীন গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইবে? যাহার সম্পর্কে তুমি অন্যায়ভাবে তিরস্কার করিতেছ, অথচ উহাই পরিপক্ক ও বিশ্বস্ত দ্বীন। তুমি যদি নাজাত পাইতে চাও তবে লাত ও ওয্যাকে ছাড়িয়া এক

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর দিকে আস, নাজাত পাইয়া যাইবে এবং নিরাপদ থাকিবে। তুমি সেই দিন নাজাত লাভ করিবে যেদিন পাক দিল মুসলমান ব্যতীত আর কেহ আগুন হইতে নাজাত পাইবে না এবং বাঁচিতে পারিবে না। (আমাদের পিতা) যুহাইরের দ্বীন, কোন দ্বীনই নহে, আর (আমাদের দাদা) আবু সুলমার দ্বীন তো আমার জন্য হারাম। (হাকেম)

পারস্যবাসীদের প্রতি হযরত খালেদ (রাঃ)এর পত্র

হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) পারস্যবাসীদের নিকট ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়া এই পত্র লিখিলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে রুস্তম, মেহরান ও পারস্যের সরদারগণের প্রতি, শান্তি বর্ষিত হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করিয়াছে। আম্মাবাদ, আমরা তোমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি। যদি তোমরা (ইসলাম গ্রহণ করিতে) অস্বীকার কর তবে বশ্যতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া প্রদান কর। অন্যথা আমার সহিত এমন এক কাওম রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর রাহে মৃত্যুবরণকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ পারস্যবাসীগণ শারাবকে ভালবাসে। শান্তি বর্ষিত হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করিয়াছে। (তাবারানী)

শা'বী (রহঃ) বলেন, বুন বুকাইলার লোকেরা মাদায়েনবাসীর নামে লিখিত হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর পত্র আমাকে পড়িতে দিয়াছিল। (পত্রটি নিম্নরূপ ছিল)

"খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে পারস্যসর্দারগণের প্রতি।

শান্তি বর্ষিত হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসারী হইয়াছে। আম্মাবাদ, সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য যিনি তোমাদের

ঐক্যজোটকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তোমাদের রাজত্বকে ছিনাইয়া লইয়াছেন এবং তোমাদের সকল প্রচেষ্টাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছেন। আসল কথা এই যে, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায আদায় করিবে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিবে এবং আমাদের জবাই করা পশুর গোশত খাইবে সে মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা যে সকল অধিকার লাভ করিয়াছি সেও সেই সকল অধিকার লাভ করিবে এবং আমাদের উপর যে সকল দায়িত্বভার রহিয়াছে তাহার উপরও সে সকল দায়িত্বভার আসিবে। অতঃপর, তোমাদের নিকট আমার এই পত্র পৌঁছিবার পর তোমরা আমার নিকট বন্ধকের জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিবে এবং তোমাদের (এই বন্ধকী জিনিসের) দায়িত্ব পালনে আমার প্রতি আস্থা রাখিবে। অন্যথা সেই পাক যাতের কসম যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি তোমাদের প্রতি এমন বাহিনী প্রেরণ করিব যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ তোমরা জীবনকে ভালবাস।"

পারস্য সর্দারগণ (হযরত খালেদ (রাঃ)এর) এই পত্র পাঠ করিয়া অবাক হইয়া গেল। ইহা দ্বাদশ হিজরীর ঘটনা। (হাকেম)

অপর এক রেওয়ায়াতে শা'বী (রহঃ) বলেন, ইয়ামামার অধিবাসী যাবাযিবার পিতা আযাযিবার সহিত হুরমুযের রওয়ানা হইবার পূর্বে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) তাহার (অর্থাৎ হুরমুযের) নামে পত্র লিখিলেন। হুরমুয সে সময় সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। (পত্রটি নিম্নরূপ ছিল।)

"আম্মাবাদ, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে। অথবা নিজেকে ও নিজের কাওমকে যিম্মী মনে করিয়া জিজিয়া প্রদান করিবে বলিয়া স্বীকার কর। অন্যথা নিজেকে নিজে তিরস্কার করিও, কারণ আমি তোমাদের নিকট এমন বাহিনী লইয়া আসিয়াছি যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ তোমরা জীবনকে ভালবাস।"

ইবনে জারীর (রহঃ) অপর এক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ইরাকের শষ্যশ্যামল দুইদিকের একদিক

www.BANGLAKITAB.com

অধিকার করিবার পর হীরা নিবাসী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া তাহার হাতে পারস্যবাসীর নামে একটি পত্র দিলেন। পারস্য সম্রাট আরদশীরের মৃত্যুর কারণে সেসময় পারস্যবাসীগণ ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হইয়া মাদায়েনে অবস্থান করিতেছিল। শুধু বাহমান জাযাওয়ায়কে তাহারা অগ্রবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব দিয়া বুহরসীর শহরে মোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিল। বাহমানের সহিত আযাযিবাহ ও এরূপ আরো অন্যান্য সর্দারগণও ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) সালুবা শহর হইতে অপর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিলেন এবং এই দুই ব্যক্তির হাতে দুইখানা পত্র দিলেন। একটি বিশেষ সর্দারদের নামে ও অপরটি সাধারণ লোকদের নামে। পত্রবাহক দুইজনের একজন হীরানিবাসী ও অপরজন নাবাতী (অর্থাৎ ইরাকে বসবাসকারী বহিরাগত লোক) ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) হীরানিবাসী পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, মুররাহ। (মুররাহ অর্থ তিক্ত) হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, এই পত্র লইয়া পারস্যবাসীর নিকট যাও। হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জীবনকে তিক্ত করিয়া দিবেন, আর না হয় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং (আল্লাহর দিকে) ফিরিবে। অতঃপর সালুবানিবাসী পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, হিযকীল। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, পত্র লও, (এবং এই দোয়া করিলেন,) আয় আল্লাহ, পারস্যবাসীদের প্রাণ বাহির করিয়া দিন।

ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, পত্র দুইটি নিম্নরূপ ছিল—

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে পারস্যের রাজাদের প্রতি, আম্মাবাদ, অতঃপর সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাদের সকল ব্যবস্থাপনাকে তছনছ করিয়া দিয়াছেন, তোমাদের সকল প্রচেষ্টাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের জোটকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের সহিত এমন না

করিতেন তবে তোমাদের জন্য তাহা বড় খারাপ হইত। অতএব তোমরা আমাদের দ্বীন গ্রহণ কর, আমরা তোমাদিগকে ও তোমাদের দেশকে ছাড়িয়া অন্যদের প্রতি অগ্রসর হইব। আর যদি স্বেচ্ছায় আমাদের দ্বীন গ্রহণ না কর তবে তোমরা এমন কাওমের হাতে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইবে যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ তোমরা জীবনকে ভালবাস।"

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে পারস্যের সরদারগণের প্রতি। আম্মাবাদ, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে। অন্যথা আমার অঙ্গীকার পালনের প্রতি আস্থা রাখিয়া জিজিয়া প্রদান কর। আর যদি ইসলাম গ্রহণ বা জিজিয়া প্রদান করিতে রাজী না হও তবে আমি তোমাদের নিকট এমন কাওম লইয়া আসিয়াছি যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ তোমরা শরাব পান করিতে ভালবাস।"

নবী করীম (সাঃ)এর যুগে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান

মুসলিম ইবনে হারেস (রাঃ)এর দাওয়াত

মুসলিম ইবনে হারেস ইবনে মুসলিম তামীমী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা (হযরত হারেস (রাঃ)) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক জামাত প্রেরণ করিলেন। আমরা যখন আক্রমনস্থলের নিকটবর্তী হইলাম তখন আমি আমার ঘোড়া দ্রুত ছুটাইয়া সঙ্গীদের আগে চলিয়া গেলাম। এলাকার লোকজন এলাকা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় নিরাপদ হইয়া যাইবে। তাহারা কলেমা পড়িল, ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীগণ আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহারা (এই কৌশলের কথা জানিতে পারিয়া) আমাকে তিরস্কার করিতে

www.BANGLAKITAB.com

লাগিল। তাহারা বলিল, আপনি আমাদিগকে হাতে পাওয়া গনীমতের মাল হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তারপর আমরা (মদীনায়) ফিরিয়া আসিলে আমার সঙ্গীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনা ব্যক্ত করিল। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং আমার উক্ত কাজের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিনিময়ে তোমার জন্য এত এত সওয়াব লিখিয়া দিয়াছেন।

বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, আমি সেই সওয়াবের সংখ্যা ভুলিয়া গিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে একটি পরওয়ানা লিখিয়া দিতেছি এবং আমার পরে যাহারা মুসলমানদের ইমাম হইবেন তাহাদিগকে তোমার সম্পর্কে অসিয়ত লিখিয়া দিতেছি। অতএব তিনি পরওয়ানা লিখিলেন এবং উহাতে সীলমোহর লাগাইয়া আমাকে দিলেন। তারপর বলিলেন, ফজরের নামায শেষে কাহারো সহিত কথা বলিবার পূর্বে তুমি সাতবার এই দোয়া পড়িও—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করুন।

যদি সেইদিন তোমার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দোযখের আগুন হইতে মুক্ত বলিয়া লিখিয়া দিবেন। এমনিভাবে মাগরিবে নামায শেষে কাহারো সহিত কথা বলিবার পূর্বে তুমি সাতবার—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

পড়িবে। যদি সেই রাত্রে তোমার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দোযখের আগুন হইতে মুক্ত বলিয়া লিখিয়া দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি সেই অসিয়তনামা লইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি সীলমোহর ভাঙ্গিয়া উহা পড়িলেন এবং (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত অনুযায়ী) আমাকে (মালামাল) প্রদানের হুকুম দিলেন। তারপর পুনরায় তিনি উক্ত অসিয়ত নামার উপর সীলমোহর লাগাইয়া দিলেন। অতঃপর আমি উহা লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর (যুগে তাহার) নিকট আসিলে তিনি ঐরূপ করিলেন। অতঃপর আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর (যুগে তাহার) নিকট আসিলে তিনি একইরূপ করিলেন।

মুসলিম ইবনে হারেস বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে হযরত হারেস (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইলে সেই অসিয়তনামা আমাদের নিকট রক্ষিত ছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) খলীফা হইবার পর তিনি আমাদের এলাকার গভর্নরের নিকট এই মর্মে নির্দেশ পাঠাইলেন যে, মুসলিম ইবনে হারেস ইবনে মুসলিম তামীমীকে তাহার পিতার জন্য লিখিয়া দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই অসিয়তনামা সহ আমার নিকট পাঠাও। অতএব সেই অসিয়তনামা সহ আমি তাহার নিকট গেলাম। তিনি উহা পড়িলেন এবং (অসিয়ত অনুযায়ী মালামাল প্রদান করিয়া) পুনরায় উহাতে মোহর লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। (কানযুল উম্মাল)

হযরত কা'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

যুহরী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কা'ব ইবনে ওমায়ের গিফারী (রাঃ)কে পনের জনের এক জামাতের সহিত প্রেরণ করেন। তাহারা সিরিয়ার যাতে আতলাহ নামক স্থানে পৌঁছিয়া সেখানে কাফেরদের এক বিরাট সংখ্যা দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল না, বরং তাহারা তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থা দেখিয়া সাহাবা (রাঃ) তাহাদের সহিত তুমুলভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং প্রায় সকলেই শাহাদাত বরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শুধু একজন

www.BANGLAKITAB.com

আহত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে অতি কষ্টে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন (এবং সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেন কিন্তু সংবাদ পাইলেন যে, তাহারা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। অতএব সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

ইবনে আবি আওজা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা ওমরা হইতে ফিরিবার পর হযরত ইবনে আবি আওজা সুলামী (রাঃ)এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ারের একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। একজন গুপ্তচর কাওমকে যাইয়া এই সংবাদ দিল এবং তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিল। (তাহারা এই সংবাদ পাইয়া মুকাবিলার জন্য) বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করিল। হযরত ইবনে আবি আওজা (রাঃ) যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল। সাহাবা (রাঃ) তাহাদের এই প্রস্তুতি ও সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাহারা সাহাবা (রাঃ)দের কোন কথা শুনিল না এবং বলিল, তোমরা যে দ্বীনের দাওয়াত দিতেছ আমাদের উহার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাহারা (আক্রমণ আরম্ভ করিল এবং) তীর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিল এবং চারিদিক হইতে কাফেরদের সাহায্যে লোকজন আসিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা সাহাবা (রাঃ)দেরকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। সাহাবা (রাঃ) ও ঘোরতরভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। সাহাবা (রাঃ) প্রায় সকলেই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিলেন। হযরত ইবনে আবি আওজা (রাঃ) গুরুতরভাবে আহত হইলেন এবং অবশিষ্ট সঙ্গীদের লইয়া কোন রকমে অষ্টম হিজরীর সফরমাসের প্রথম তারিখে মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আমলে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান এবং আমীরদের প্রতি এই ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ নির্দেশ

সিরিয়ায় প্রেরিত সেনাপতিদের প্রতি নির্দেশ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণকালে হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান, হযরত আমর ইবনে আস ও হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সওয়ার হইয়া রওয়ানা হইলে হযরত আবু বকর (রাঃ)বিদায় জানাইবার উদ্দেশ্যে সৈন্যদলের আমীরদের সহিত পায়ে হাঁটিয়া সানিয়াতুল ওদা' পর্যন্ত আসিলেন। আমীরগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি পায়ে হাঁটিতেছেন আর আমরা আরোহন করিয়া চলিতেছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় এই কয়েক কদম চলার দ্বারা সওয়াবের আশা করিতেছি। তারপর তিনি তাহাদিগকে নসীহত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদিগকে অসিয়ত করিতেছি যে, আল্লাহকে ভয় করিবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর এবং যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার দ্বীনের সাহায্য করিবেন। গনীমতের মালে খেয়ানত করিবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করিবে না, ভীরুতার পরিচয় দিবে না, যমীনের বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করিবে না এবং যাহা হুকুম দেওয়া হয় তাহা অমান্য করিবে না। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যখন শত্রু অর্থাৎ মুশরিকদের সম্মুখীন হইবে তখন তাহাদিগকে তিন জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া লয় তবে তোমরা তাহা মানিয়া লইবে এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিবে।

(সর্বপ্রথম) তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া লয় তবে তোমরা তাহা মানিয়া যাইবে এবং যুদ্ধ হইতে

www.BANGLAKITAB.com

বিরত থাকিবে। অতঃপর তাহাদিগকে নিজেদের এলাকা ছাড়িয়া মুহাজিরীনদের এলাকায় স্থানান্তরিত হইবার আহবান জানাইবে। যদি তাহারা ইহাতে রাজী হয় তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, মুহাজিরগণ যে অধিকার লাভ করিয়াছেন তোমরাও সেই সকল অধিকার লাভ করিবে এবং যে সকল দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে তোমাদের উপরও তাহা অর্পিত হইবে। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণের পর মুহাজিরীনদের দেশের পরিবর্তে নিজেদের দেশে থাকাকে পছন্দ করে তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, তাহারা গ্রামে বসবাসকারী মুসলমানদের ন্যায় হইবে এবং অন্যান্য মুমিনীনদের উপর আল্লাহ পাক যে ফরয হুকুম জারী করিয়াছেন তাহাদের উপরও তাহা জারী হইবে। মুসলমানদের সহিত জিহাদে শরীক না হইলে ফাই (অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে হস্তগত মালসম্পদ) ও গনীমতের মালে তাহাদের কোন অংশ থাকিবে না। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদিগকে জিযিয়া প্রদানের আহবান জানাইবে। জিযিয়া প্রদান করিতে সম্মত হইলে তোমরা তাহা মানিয়া লইবে এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। আর যদি জিযিয়া প্রদান করিতে সম্মত না হয় তবে আল্লাহর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিয়া যুদ্ধ করিবে ইনশাআল্লাহ। তবে (যুদ্ধ করিতে যাইয়া) কোন খেজুর গাছ নষ্ট করিবে না বা উহা জ্বালাইবে না। কোন জানোয়ারের পা বা কোন ফলদায়ক গাছ কাটিবে না। শত্রুর কোন উপাসনালয় ধ্বংস করিবে না। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের হত্যা করিবে না। তোমরা সেখানে এমন কিছু লোকেরও দেখা পাইবে যাহারা নিজেদেরকে (লোকসংশ্রব হইতে দূরে সরাইয়া) উপাসনালয়ের ভিতর আটক করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে। অপর কিছু লোক এমনও দেখিবে যে, তাহারা আপন মাথার উপর শয়তানের বাসা বানাইয়া রাখিয়াছে। (অর্থাৎ সর্বদা শয়তানী কাজে লিপ্ত থাকে এবং মানুষকে গোমরাহ করিবার ফন্দি আঁটিতে থাকে।) এরূপ লোকের দেখা পাইলে তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দিবে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত খালেদ (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে আরব মোরতাদদের বিরুদ্ধে প্রেরণের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাহাকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে এবং তাহাদিগকে ইসলামের লাভ ও উহার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করিবে। অন্তরে তাহাদের হেদায়াত লাভের পূর্ণ আকাংখা রাখিবে। মোরতাদগণের মধ্য হইতে কালো–গোরা যে কেহ এই দাওয়াতকে গ্রহণ করিবে তাহার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হইবে। কারণ যুদ্ধ তো একমাত্র কাফেরকে ঈমানের উপর আনিবার জন্য করা হইয়া থাকে। যখন দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিল এবং সে তাহার ঈমানকে সত্য বলিয়া প্রমান করিল তখন তাহাকে ধরপাকড় করিবার আর কোন পথ থাকে না। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহার (ঈমানের) হিসাব গ্রহণ করিবেন। আর যে সকল মুরতাদ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করিবে না তাহাদের ব্যাপারে হযরত খালেদ (রাঃ)কে কতল করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন। (কান্য)

হীরাবাসীর প্রতি
হযরত খালেদ (রাঃ)এর দাওয়াত

সালেহ ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ (রাঃ) হীরায় উপনীত হইলে কাবীসা ইবনে ইয়াস ইবনে হাইয়াহ তায়ী সহ সেখানকার সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শহরের বাহিরে হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া হাজির হইল। (পারস্য সম্রাট) কিসরা নোমান ইবনে মুনযিরের পর কাবীসাকে হীরার গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) কাবীসা ও তাহার সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি। যদি তোমরা এই দাওয়াত গ্রহণ কর তবে তোমরা মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে এবং তোমরা সেই সকল অধিকার লাভ করিবে যাহা মুসলমানগণ লাভ

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছে, আর তোমাদের উপর সেই সকল দায়িত্ব আসিবে যাহা মুসলমানদের উপর আসিয়াছে। তোমরা যদি (ইসলাম গ্রহণ করিতে) অস্বীকার কর তবে জিযিয়া প্রদান করিতে হইবে। যদি জিযিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার কর তবে আমি তোমাদের নিকট এমন বাহিনী লইয়া আসিয়াছি যাহাদের মৃত্যুবরণের আগ্রহ এই পার্থিব জীবনের প্রতি তোমাদের আগ্রহ অপেক্ষা অনেক বেশী। আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিব যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন। কাবীসা বলিল, আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, বরং আমরা আমাদের ধর্মের উপর থাকিব এবং আপনাদিগকে জিযিয়া প্রদান করিব। অতএব হযরত খালেদ (রাঃ) নব্বই হাজার দেরহামের উপর তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন।

এই ঘটনা ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ইবনে ইসহাক হইতে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে দাওয়াত দিতেছি যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর এবং কলেমায়ে শাহাদাত—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

পাঠ কর, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং মুসলমানদের সকল বিধিবিধান স্বীকার করিয়া লও, ইহাতে তোমরা সেই সকল অধিকার লাভ করিবে যাহা মুসলমানগণ লাভ করিয়াছে এবং তোমাদের উপর সেই সকল দায়িত্ব আসিবে যাহা মুসলমানদের উপর আসিয়াছে। (তাহাদের মধ্য হইতে) হানী বলিল, আমি যদি এরূপ করিতে রাজী না হই তবে (কি হইবে)? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা ইহাতে রাজী না হও তবে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করিবে। হানী বলিল, আমরা যদি ইহাও অস্বীকার করি? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা ইহাতেও রাজী না হও তবে আমি তোমাদিগকে এমন এক বাহিনী দ্বারা পদদলিত করিব যাহাদের নিকট মৃত্যুবরণ তোমাদের নিকট জীবন ধারণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হানী বলিল,

আমাদেরকে চিন্তা করিবার জন্য আজ রাত সময় দিন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে সময় দিলাম। পরদিন সকাল বেলা হানী আসিয়া বলিল, আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, আমরা জিযিয়া প্রদান করিব। সুতরাং আসুন আমরা আপনার সহিত সন্ধি করি। অতঃপর বাকী ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে উভয়পক্ষের সৈন্য মুখামুখী হইলে হযরত আবু ওবায়দা ও হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) সামনে অগ্রসর হইলেন। উভয়ের সহিত হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার, হযরত হারেস ইবনে হেশাম ও হযরত আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা উচ্চস্বরে বলিলেন, আমরা তোমাদের আমীরের সহিত কথা বলিতে চাই। তাহাদের আমীর তাযারুক রেশমী তাঁবুতে বসিয়াছিল। সে সাহাবা (রাঃ)দেরকে তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি দিল। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, রেশমী তাঁবুতে প্রবেশ করা আমাদের জন্য হালাল নহে। সে তাঁহাদের জন্য রেশমী বিছানা বিছাইয়া দিবার আদেশ করিল। তাহারা বলিলেন, আমরা উহাতেও বসিতে পারি না। অবশেষে সাহাবা (রাঃ) যেখানে পছন্দ করিলেন সে তাঁহাদের সহিত সেখানেই বসিল এবং উভয় পক্ষ সন্ধির উপর রাজী হইল। সাহাবা (রাঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিবার পর ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই সন্ধি শেষ পর্যন্ত টিকিল না, বরং যুদ্ধই করিতে হইল। (বিদায়াহ)

রুমী সর্দার জারাজাহকে দাওয়াত প্রদান ও তাহার ইসলাম গ্রহণ

ওয়াকেদী প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, (ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন) জারাজাহ নামক এক বড় সর্দার শত্রুর কাতার হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে ডাকিল। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন এবং উভয়ে এত নিকটবর্তী হইলেন যে, তাহাদের উভয়ের ঘোড়ার ঘাড় পরস্পর মিলিত হইয়া গেল। জারাজাহ

WWW.BANGLAKITAB.COM

বলিল, হে খালেদ, আমার প্রশ্নের জবাব দিবেন এবং সত্য বলিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, কারণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে পারে না। আমাকে ধোকা দিবেন না, কারণ শরীফ ব্যক্তি তাহার প্রতি আস্থাবান লোককে কখনও ধোকা দিতে পারে না। আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা কি আপনাদের নবীর উপর আসমান হইতে এমন কোন তরবারী অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন? আপনি সেই তরবারী যাহার বিরুদ্ধেই উত্তোলন করেন সেই পরাজিত হয়?

হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, না (এমন কোন তরবারী অবতীর্ণ করেন নাই)। জারাজাহ বলিল, তবে আপনাকে সাইফুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী) কেন বলা হয়? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, (আসল ব্যাপার হইল এই যে,) আল্লাহতায়ালা আমাদের নিকট তাঁহার নবী প্রেরণ করিলেন। তিনি আমাদিগকে দাওয়াত দিলেন, কিন্তু আমরা তাহাকে ঘৃণা করিলাম ও তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। অতঃপর আমাদের মধ্যেকার কিছুলোক তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাহার অনুসারী হইলেন, আর কিছুলোক তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিল ও দূরে সরিয়া থাকার উপর অটল রহিল। আমিও সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত রহিলাম যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দূরে সরিয়াছিল। তারপর আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে আমাদের অন্তরও কপালের চুল ধরিয়া তাঁহার উসিলায় হেদায়াত দান করিলেন এবং আমরা তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, 'তুমি আল্লাহর তরবারী হইতে এক তরবারী যাহা তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে উত্তোলন করিয়াছেন' এবং তিনি আমার জন্য (আল্লাহর নিকট) সাহায্যের দোয়া করিয়াছেন। এই কারণে আমি সাইফুল্লাহ নামে অবিহিত হইয়াছি। মুশরিকদের জন্য মুসলমানদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা কঠোর।

জারাজাহ বলিল, হে খালেদ, আপনারা কিসের দাওয়াত প্রদান

করেন? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমরা এই দাওয়াত প্রদান করিতেছি যে, এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছেন উহা স্বীকার করিয়া লইবে। জারাজাহ বলিল, যদি আপনাদের এই দাওয়াত কেহ গ্রহণ না করে তবে কি হইবে? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, তবে সে জিযিয়া প্রদান করিবে এবং আমরা তাহার হেফাজত করিব। জারাজাহ জিজ্ঞাসা করিল, যদি জিযিয়া না দেয়? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিব এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিব। জারাজাহ জিজ্ঞাসা করিল, যে ব্যক্তি আজ আপনাদের দাওয়াত গ্রহণ করিয়া এই দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণ করিবে আপনাদের নিকট তাহার মর্যাদা কিরূপ হইবে? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার ফরযকৃত হুকুমের বিষয়ে আমাদের সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মর্যাদা একই সমান। জারাজাহ জিজ্ঞাসা করিল, আজ যে ব্যক্তি আপনাদের মধ্যে শামিল হইবে সেও কি আপনাদের মতই আজর ও সওয়াব পাইবে? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, বরং সে তো আমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে। জারাজাহ বলিল, সে আজ ইসলাম গ্রহণ করিয়া আপনাদের সমান কিরূপে হইবে? আপনারা তো তাহার অনেক আগে মুসলমান হইয়াছেন।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমরা এমন সময় আমাদের নবীর হাতে বাইআত হইয়াছি যখন তিনি আমাদের মাঝে জীবিত ও বর্তমান ছিলেন। আসমান হইতে তাঁহার নিকট খবর আসিত। তিনি আমাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইতেন এবং মো'জেযা দেখাইতেন। আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা যে কেহ দেখিবে এবং শুনিবে সে তো ইসলাম গ্রহণ করিবেই এবং বাইআত হইবেই। কিন্তু আমরা যে সকল কুদরতের আশ্চর্য বিষয় ও দলীল প্রমানাদি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি

www.BANGLAKITAB.com

তোমরা তাহা দেখ নাই বা শুন নাই। অতএব তোমাদের যে কেহ খাঁটি দিলে এই দ্বীন গ্রহণ করিবে সে আমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে। জারাজাহ বলিল, খোদার কসম, আপনি আমাকে সত্যকথা বলিয়াছেন, কোনপ্রকার ধোকা দেন নাই। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমি তোমার সহিত সত্য কথা বলিয়াছি এবং আল্লাহ সাক্ষী যে, আমি তোমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়াছি।

ইহা শুনামাত্র জারাজাহ (যুদ্ধ না করার ইঙ্গিত স্বরূপ) নিজের ঢাল উপুড় করিয়া হযরত খালেদ (রাঃ)এর সহিত মিলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাকে লইয়া নিজ তাঁবুতে আসিলেন এবং মশক হইতে পানি ঢালিয়া তাহাকে গোসল করাইলেন। তারপর তাহাকে লইয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন। জারাজাহকে হযরত খালেদ (রাঃ)এর সহিত যাইতে দেখিয়া রোমকগণ মনে করিল যে, হযরত খালেদ (রাঃ) আমাদের সর্দারের সহিত ছল-চাতুরী করিতেছে। সুতরাং তাহারা আকস্মিকভাবে এরূপ প্রচণ্ড হামলা করিল যে, হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহল ও হযরত হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ)এর নেতৃত্বাধীন মুহামিয়া নামক হেফাজতী দল ব্যতীত সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে তাহাদের অবস্থান হইতে পিছু হঠাইয়া দিল। রোমক সৈন্যগণ মুসলিম বাহিনীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) ঘোড়ায় আরোহন করিলেন এবং জারাজাহ ও তাহার সঙ্গে রহিলেন। মুসলমানগণ একে অপরকে আহবান করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় সমবেত হইলেন। ইহাতে রোমক সৈন্যগণ পিছু হটিয়া তাহাদের নিজ অবস্থানে ফিরিয়া গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) ধীরে ধীরে মুসলমানদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতে থাকিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে তরবারীর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। দ্বিপ্রহর হইতে মাগরিব পর্যন্ত হযরত খালেদ (রাঃ) ও জারাজাহ রুমীদের উপর অনবরত তরবারী চালাইতে থাকিলেন। মুসলমানগণ (যুদ্ধের প্রচণ্ডতার দরুন) যোহর ও আসর নামায ইশারায় আদায় করিলেন। যুদ্ধে জারাজাহ গুরুতর আহত

হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ)এর সহিত আদায়কৃত দুই রাকাত নামায ব্যতীত তিনি আর কোন নামায আদায় করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত খালেদ (রাঃ) লোকদের মধ্যে খোতবা দিলেন এবং তাহাদিগকে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) আরব দেশ ছাড়িয়া অনারব দেশে যাইতে উৎসাহিত করিতে যাইয়া বলিলেন, তোমরা এই অনারব দেশে আহার্য সামগ্রীর প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছ না? খোদার কসম, যদি আমাদের উপর আল্লাহর পথে জেহাদ করা ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার গুরুদায়িত্ব না থাকিত, শুধু জীবিকা নির্বাহই একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তবুও আমার মতে আমাদের যুদ্ধ করিয়া এই শস্য শ্যামল স্থান দখল করিয়া লওয়া উচিত। তোমরা যে জেহাদের উদ্দেশ্যে আসিয়াছ উহা ছাড়িয়া যাহারা (নিজ ঘরে) বসিয়া রহিয়াছে ক্ষুধা ও অভাব তাহাদের ঘাড়েই চাপিয়া থাক।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আমলে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান এবং আমীরদের প্রতি এই ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ নির্দেশ

ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আমি তোমার নিকট পূর্বেও লিখিয়াছি যে, লোকদেরকে তিনদিন যাবত ইসলামের দাওয়াত দিবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইবে সে মুসলমানদের একজন বলিয়া গণ্য হইবে। অপরাপর মুসলমানদের ন্যায় সেও সকল অধিকার লাভ করিবে এবং ইসলামে তাহার অংশ থাকিবে। (অর্থাৎ গনীমতের মালে সেও অংশীদার হইবে।) আর যে ব্যক্তি যুদ্ধের পর অথবা পরাজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহার মাল-সম্পদ মুসলমানদের জন্য গনীমত হিসাবে গণ্য হইবে। কারণ মুসলমানগণ তাহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই

www.BANGLAKITAB.com

তাহার মাল–সম্পদের উপর কব্জা করিয়াছে। তোমার প্রতি আমার ইহাই নির্দেশ এবং এই উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। (কান্য)

হযরত সালমান (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এক মুসলিম বাহিনীর আমীর ছিলেন। তাহারা পারস্য সাম্রাজ্যের একটি দূর্গ অবরোধ করিলেন। মুসলমানগণ হযরত সালমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ! আমরা তাহাদের উপর হামলা করিব কি? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমাকে একটু সময় দাও, আমি তাহাদিগকে সেরূপ দাওয়াত প্রদান করিব যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতে শুনিয়াছি। তারপর হযরত সালমান (রাঃ) সেই দূর্গবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন পারস্যের লোক। তোমরা নিজেরাই দেখিতেছ যে, আরবের লোকেরা আমাকে কিরূপ মান্য করিতেছে। যদি তোমরা মুসলমান হইয়া যাও তবে আমাদের ন্যায় তোমরাও সকল অধিকার লাভ করিবে এবং আমাদের উপর যে সকল দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে তোমাদের উপরও তাহা হইবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার কর এবং নিজেদের ধর্মের উপর থাকিতে চাও তবে আমরা তোমাদিগকে নিজ ধর্মের উপর থাকিতে দিব ; কিন্তু নত হইয়া নিজ হাতে আমাদিগকে জিযিয়া প্রদান করিবে। হযরত সালমান (রাঃ) তাহাদিগকে ফারসী ভাষায় বলিলেন যে, (এই জিযিয়া প্রদানের দ্বারা তোমরা নিরাপত্তা লাভ করিবে বটে, কিন্তু) কোনরূপ সম্মানের যোগ্য থাকিবে না। আর যদি তোমরা জিযিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাদের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইব।'

তাহারা বলিল, আমরা ঈমানও গ্রহণ করিব না, জিযিয়াও প্রদান করিব না, আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব। মুসলমানগণ হযরত সালমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ, আমরা তাহাদের উপর

হামলা করিব কি? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, না। অতঃপর তিনি দূর্গবাসীকে একইভাবে তিন দিন দাওয়াত দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমরা হামলা কর। অতএব মুসলমানগণ হামলা করিলেন এবং উক্ত দূর্গ জয় করিয়া লইলেন। (আবু নুআঈম)

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান (রাঃ) মুসলমানদের অগ্রগামী দলের নায়ক ছিলেন। পারস্যবাসীকে দাওয়াত দিবার জন্য মুসলমানগণ তাহাকেই মনোনীত করিয়াছিলেন। বর্ণনাকারী আতিয়া (রহঃ) বলেন, বাহরশীর শহরের লোকদের দাওয়াত দিবার জন্য মুসলমানগণ হযরত সালমান (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং (পারস্যরাজের মহল) কাসরে আবিয়ায বিজয়ের দিনও তাহারা তাহাকেই আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে তিন দিন যাবৎ দাওয়াত দিয়াছিলেন।

হযরত নো'মান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের দাওয়াত প্রদান

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) রুস্তমকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন, ফুরাত ইবনে হাইয়ান, হানযালা ইবনে রাবী' তামীমী, উতারিদ ইবনে হাজেব, আশআস ইবনে কায়েস, মুগীরা ইবনে শো'বা ও আমর ইবনে মা'দি কারাব (রাঃ) সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক জামাত প্রেরণ করিলেন। রুস্তম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কেন আসিয়াছ? তাহারা বলিলেন, 'আমরা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার কারণে আসিয়াছি। তিনি আমাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমরা তোমাদের দেশ দখল করিব, তোমাদের স্ত্রী পুত্রদের বন্দী করিব এবং তোমাদের ধনসম্পদ কব্জা করিব। আমরা আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।'

রুস্তম ইতিপূর্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, আসমান হইতে একজন ফেরেশতা নামিয়া আসিলেন এবং পারস্যের সকল অস্ত্রের উপর

www.BANGLAKITAB.com

সিলমোহর মারিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সোপর্দ করিলেন এবং তিনি তাহা হযরত ওমর (রাঃ)কে প্রদান করিলেন।

সাইফ (রহঃ) নিজ উস্তাদগণ হইতে বর্ণনা করেন যে, উভয় বাহিনী মুখামুখী হইবার পর রুস্তম হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট এমন একজন বিচক্ষণ লোক চাহিয়া পাঠাইল যিনি তাহার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। অতএব তিনি হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে রুস্তমের নিকট প্রেরণ করিলেন।

হযরত মুগীরা (রাঃ) রুস্তমের নিকট পৌছিবার পর রুস্তম তাহাকে বলিতে লাগিল যে, আপনারা আমাদের প্রতিবেশী। এযাবৎ আমরা আপনাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং আপনাদিগকে কখনও কোন কষ্ট দেই নাই। অতএব আপনারা নিজের দেশে ফিরিয়া যান এবং আগামীতে আমাদের দেশে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে চাহিলে আমরা বাধা দিব না।

হযরত মুগীরা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, দুনিয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমাদের একমাত্র চিন্তা ও উদ্দেশ্য আখেরাত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, "আমি (আপনার সাহাবীদের) এই জামাতকে সেই সকল লোকদের উপর প্রবল করিয়া দিয়াছি যাহারা আমার দ্বীন গ্রহণ করিবে না। আমি এই জামাতের দ্বারা তাহাদের (বে-দ্বীনদের) নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং যতদিন ইহারা (অর্থাৎ আপনার সাহাবীরা) আমার দ্বীনকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিবে ততদিন আমি তাহাদিগকে বিজয় দান করিতে থাকিব। ইহাই সত্য দ্বীন। যে এই দ্বীন হইতে মুখ ফিরাইবে সে লাঞ্ছিত হইবে এবং যে উহাকে মজবুত করিয়া ধরিবে সে সম্মানিত হইবে।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিল সেই দ্বীন কী? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, দ্বীনের সেই স্তম্ভ যাহা ব্যতীত কোন কাজই শুদ্ধ হয় না তাহা হইল এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু আনিয়াছেন উহাকে স্বীকার করা। রুস্তম বলিল, ইহা ত খুবই সুন্দর কথা! ইহা ব্যতীত আর কি আছে? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর বান্দাদিগকে বান্দার বন্দেগী হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করা। রুস্তম বলিল, অতি উত্তম কথা, আর কি আছে? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, সকল মানুষ (হযরত) আদম (আলাইহিস সালাম)এর সন্তান, সুতরাং তাহারা একই পিতামাতার ঘরের সহোদর ভাই। রুস্তম বলিল, ইহাও অতি উত্তম, আচ্ছা, আমরা যদি আপনাদের দ্বীন গ্রহণ করি তবে কি আপনারা আমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাইবেন? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, খোদার কসম, তারপর আমরা ব্যবসা বা কোন প্রয়োজন ব্যতীত তোমাদের দেশের কাছেও আসিব না। রুস্তম বলিল, ইহাও অতি উত্তম কথা।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত মুগীরা (রাঃ) রুস্তমের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলে রুস্তম তাহার কাওমের সর্দারদের সহিত ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করিল। কিন্তু তাহারা অপছন্দ করিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করেন এবং লাঞ্ছিত করেন। আর আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেনও।

বর্ণনাকারীগণ বলেন, রুস্তমের আহবানে হযরত সা'দ (রাঃ) দ্বিতীয়বার হযরত রিবঈ ইবনে আমের (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। তিনি রুস্তমের দরবারে পৌছিয়া দেখিলেন, তাহারা রুস্তমের দরবারকে স্বর্ণখচিত উপাধান, রেশমী গালিচা ও মূল্যবান মনিমুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। রুস্তমের মাথায় মুকুট ও বহু মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় সে স্বর্ণের সিংহাসনে বসিয়াছিল। হযরত রিবঈ (রাঃ)এর পরিধানে ছিল মোটা কাপড়, আর সঙ্গে ছিল ঢাল ও তরবারী। তিনি একটি ছোট ঘোটকীর পিঠে সওয়ার হইয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন

www.BANGLAKITAB.com

এবং গালিচার কিছু অংশ মাড়াইয়া ঘোটকীসহ উপরে উঠিয়া গেলেন। তারপর নামিয়া উহাকে স্বর্ণখচিত একটি উপাধানের সহিত বাঁধিলেন এবং অস্ত্র ও বর্মে সজ্জিত মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় অগ্রসর হইলেন। প্রহরীরা বলিল, অস্ত্র খুলিয়া রাখুন। তিনি বলিলেন, আমি নিজ ইচ্ছায় তোমাদের নিকট আসি নাই। তোমরা আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছ। এখন তোমরা যদি আমাকে এইভাবে সামনে যাইতে দাও তবে যাইব। অন্যথা আমি ফিরিয়া চলিয়া যাইব। রুস্তম বলিল, তাহাকে এইভাবেই আসিতে দাও। অতএব হযরত রিবঈ (রাঃ) গালিচার উপর বর্শার মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া রুস্তমের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বর্শার আঘাতে গালিচার অধিকাংশই ছিদ্র করিয়া দিলেন।

দরবারের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা এখানে কেন আসিয়াছেন? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে এইজন্য পাঠাইয়াছেন যেন তিনি যাহাকে চাহিবেন আমরা তাহাকে বান্দাদের বন্দেগী হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করি এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা হইতে উহার প্রশস্ততার দিকে ও সকল ধর্মের অন্যায়–অত্যাচার হইতে ইসলামের ইনসাফের দিকে মুক্ত করিয়া আনি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার দ্বীন সহকারে আপন মাখলুকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যেন আমরা তাহাদিগকে সেই দ্বীনের প্রতি আহবান জানাই। যে উহা গ্রহণ করিবে আমরা তাহা মানিয়া লইব এবং আমরা ফিরিয়া চলিয়া যাইব। আর যে অস্বীকার করিবে আমরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিব যতক্ষণ না আমাদের সহিত আল্লাহ তায়ালার কৃত ওয়াদা পূরণ হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ তায়ালার কৃত ওয়াদা কী? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া যে মৃত্যুবরণ করিবে তাহার জন্য বেহেশত, আর যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহার জন্য বিজয় ও সফলতা। রুস্তম বলিল, আমি আপনাদের কথা শুনিয়াছি। আপনারা কি কিছু সময় দিতে রাজী আছেন, যাহাতে আমরা একটু চিন্তা করিতে

পারি? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তোমরা কতদিন সময় চাও—একদিন কিংবা দুই দিন? রুস্তম বলিল, না, বরং এই পরিমাণ সময় চাই যাহাতে আমরা আমাদের নেতৃস্থানীয় ও কাওমের সর্দারদের সহিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরামর্শ করিতে পারি। হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যে, শত্রুর মুখামুখী হইবার পর আমরা যেন তাহাদিগকে তিন দিনের অধিক সময় প্রদান না করি। অতএব (তিন দিনের সময় দিলাম, উক্ত সময়ের মধ্যে) তুমি নিজের ও নিজের কাওমের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখ এবং সময় শেষ হইবার পর তিন কথার যে কোন একটি গ্রহণ কর। রুস্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি মুসলমানদের সর্দার? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, না, তবে মুসলমানগণ সকলেই এক শরীরের ন্যায় (অবিচ্ছেদ্য), তাহাদের সাধারণ ব্যক্তি যদি কাহাকেও আশ্রয় প্রদান করে তবে আমীরও তাহা মানিতে বাধ্য থাকে। (অতঃপর হযরত রিবঈ (রাঃ) সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।) রুস্তম তাহার কাওমের সর্দারগণকে সমবেত করিয়া বলিল, তোমরা কি এই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কাহাকেও কখনও এরূপ অকাট্য ও উচ্চমানের কথা বলিতে দেখিয়াছ? সর্দারগণ বলিল, আল্লাহর পানাহ! আপনি না আবার এই ব্যক্তির কোন বিষয়ের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন এবং নিজের ধর্ম ছাড়িয়া (নাউযুবিল্লাহ) এই কুকুরের দ্বীনকে গ্রহণ করিয়া বসেন। আপনি কি তাহার (ময়লা ও ছিন্ন) পোশাকের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই? রুস্তম বলিল, তোমাদের নাশ হউক! পোশাকের প্রতি লক্ষ্য করিও না বরং বুদ্ধিমত্তা, কথাবার্তা ও চরিত্র মাধুর্যের প্রতি লক্ষ্য কর। আরবগণ পোশাক–পরিচ্ছদ ও খাওয়া–দাওয়ার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু তাহারা বংশীয় গুণাবলী ও মর্যাদাকে যথাযথ রক্ষা করে।

দ্বিতীয় দিন পুনরায় তাহাদের আমন্ত্রণে হযরত হোযাইফা ইবনে মিহসান (রাঃ)কে পাঠানো হইল। তিনি হযরত রিবঈ (রাঃ)এর অনুরূপ কথা বলিলেন। তৃতীয় দিন হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) গেলেন।

www.BANGLAKITAB.com

তিনি অতি উত্তমরূপে বিস্তারিত কথা বলিলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে রুস্তম হযরত মুগীরা (রাঃ)কে বলিল, আমাদের দেশে তোমাদের প্রবেশের উদাহরণ সেই মাছির ন্যায় যে মধু দেখিয়া বলিল, কে আছে আমাকে এই মধুর নিকট পৌঁছাইয়া দিবে? তাহাকে দুই দেরহাম দিব। তারপর যখন মধুর ভিতর পড়িয়া ডুবিতে লাগিল তখন সে মুক্তির উপায় খুঁজিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মুক্তির কোন উপায় না পাইয়া বলিতে লাগিল, কে আছে আমাকে মুক্ত করিবে? তাহাকে চার দেরহাম দিব।

আর তোমাদের উদাহরণ সেই দুর্বল শৃগালের ন্যায় যে দেয়ালের ছোট্ট ছিদ্র দিয়া আঙ্গুর বাগানে ঢুকিয়া পড়িল। বাগানের মালিক যখন উহার দুর্বল ও শীর্ণদেহ দেখিল তখন দয়া পরবশ হইয়া উহাকে কিছুই বলিল না। তারপর (আঙ্গুর খাইয়া) মোটাতাজা হইয়া যখন বাগানের বেশ ক্ষতি সাধন করিল তখন মালিক উহাকে মারিবার জন্য লাঠি ও তাহার গোলামদের লইয়া আসিল। শৃগাল সেই ছিদ্রপথে পলায়ন করিতে চাহিল, কিন্তু (ছিদ্র অনুপাতে) উহার শরীর মোটা হওয়ার দরুন পলায়ন করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং মালিক উহাকে পিটাইয়া মারিয়া ফেলিল। তোমাদিগকেও এইভাবে আমাদের দেশ হইতে বহিস্কার করা হইবে। অতঃপর রুস্তম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া সূর্যের নামে শপথ করিয়া বলিল, আগামীকাল তোমাদিগকে কতল করিব। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, তুমি আগামীকাল বুঝিতে পারিবে। তারপর রুস্তম হযরত মুগীরা (রাঃ)কে বলিল, আমি তোমাদের জন্য এক এক জোড়া কাপড় ও তোমাদের আমীরের জন্য এক হাজার দীনার, এক জোড়া কাপড় ও একটি সওয়ারী দিবার নির্দেশ দিয়াছি। (এইগুলি লইয়া যাও এবং) আমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাও। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, এমন কথা তুমি এখন বলিতেছ? অথচ এ যাবৎ আমরা তোমাদের রাজত্বকে দুর্বল করিয়া দিয়াছি, তোমাদের ইজ্জত খতম করিয়া দিয়াছি এবং দীর্ঘ দিন হইয়াছে আমরা তোমাদের দেশে আসিয়াছি। আমরা তোমাদিগকে অধীন করিয়া জিযিয়া উসুল করিব, বরং অতিসত্বর তোমরা

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের গোলাম হইবে। হযরত মুগীরা (রাঃ)এর এই বক্তব্য শুনিয়া রুস্তম ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল।

কিসরার নিকট সাহাবা (রাঃ)দের জামাত প্রেরণ

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) (মুসলিম বাহিনী লইয়া) কাদেসিয়া নামক স্থানে আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিলেন। আমরা সংখ্যায় কত ছিলাম তাহা আমার সঠিক জানা নাই, তবে মনে হয় সাত অথবা আট হাজারের বেশী হইবে না। মুশরিকদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছিল। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তাহাদের সংখ্যা আশি হাজার ছিল। অপর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী রুস্তমের সঙ্গে একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্য ছিল এবং আরো আশি হাজার তাহাদের পিছনে আসিতেছিল। রুস্তমের সঙ্গে তেত্রিশটি হাতী ছিল। তন্মধ্যে সবার বড় ও সর্বাগ্রে রাজা সাবূরের সাদাবর্ণের একটি হাতী ছিল। সমস্ত হাতী উহার অনুগত ছিল।

রুস্তমের সৈন্যগণ (আমাদিগকে) বলিল, তোমাদের তো কোন শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই এবং তোমাদের নিকট কোন অস্ত্রও নাই। তোমরা এখানে কেন আসিয়াছ? যাও, চলিয়া যাও। আমরা বলিলাম, আমরা ফিরিয়া যাইবার লোক নহি। তাহারা আমাদের তীর দেখিয়া হাসিতেছিল এবং (নিজেদের ভাষায়) দূক্-দূক্ বলিয়া আমাদের তীরগুলিকে চরকার তকলির সহিত তুলনা করিতেছিল।

আমরা যখন ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিলাম তখন তাহারা বলিল, তোমাদের মধ্যেকার একজন বুদ্ধিমান লোক আমাদের নিকট পাঠাও, যে তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিতে পারে। হযরত মুগীরা (রাঃ) ইবনে শো'বা (রাঃ) বলিলেন, আমি (তাহাদের নিকট যাইব)। অতএব তিনি নদী পার হইয়া তাহাদের নিকট গেলেন এবং রুস্তমের সহিত সিংহাসনের উপর যাইয়া বসিলেন। (ইহা দেখিয়া) দরবারের লোকেরা রাগে গরগর করিয়া উঠিল এবং চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, এই আসনে বসার দ্বারা আমার কোন মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই এবং তোমাদের সর্দারের মর্যাদা কমিয়া যায় নাই। রুস্তম বলিল, তুমি ঠিক বলিয়াছ। তোমরা কেন আসিয়াছ? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, আমরা এক দুর্দশাগ্রস্ত ও পথহারা কাওম ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন নবী প্রেরণ করিয়াছেন। সেই নবী দ্বারা তিনি আমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মাধ্যমে আমাদিগকে বহু রিযিক দান করিয়াছেন। (তারপর হযরত মুগীরা (রাঃ) উপহাস করিয়া বলিলেন) তাহার দেওয়া রিযিকের মধ্যে সেই দানাও রহিয়াছে যাহা এই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যখন সেই দানা খাইলাম এবং আমাদের পরিবারস্থ লোকদিগকে খাওয়াইলাম তখন তাহারা বলিল, এখন আর আমাদের এই দানা ব্যতীত চলিবে না, সুতরাং আমাদেরকে সেই দেশে লইয়া চল, যেন আমরা উহা খাইতে পাই।

রুস্তম বলিল, তবে তো আমরা তোমাদিগকে অবশ্যই কতল করিব। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমাদিগকে কতল করিলে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করিব, আর যদি আমরা তোমাদিগকে কতল করি তবে তোমরা দোযখে যাইবে। তোমরা (যদি ইসলাম গ্রহণ না কর তবে যুদ্ধ না করিয়া) বরং জিযিয়া প্রদান কর। বর্ণনাকারী বলেন, জিযিয়া প্রদানের কথা শুনিয়া তাহারা রাগে গরগর করিয়া উঠিল এবং চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল যে, তোমাদের সহিত আমাদের কোন আপোষ নাই। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, (যুদ্ধের জন্য) তোমরা নদী পার হইয়া আমাদের নিকট আসিবে, না আমরা পার হইয়া আসিব? রুস্তম বলিল, বরং আমরাই নদী পার হইয়া তোমাদের নিকট আসিব। অতএব রুস্তমের সৈন্যদের পার হইবার জন্য মুসলমানগণ পিছনে হটিয়া গেলেন। তাহাদের পার হইবার পর মুসলমানগণ হামলা করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। (বিদায়াহ)

হাকেম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন হযরত মুগীরা ইবনে

শো'বা (রাঃ)কে পারস্য সেনাপতির নিকট প্রেরণ করা হইলে তিনি বলিলেন, আমার সহিত আরো দশজনকে দাও। সুতরাং আরো দশজনকে তাঁহার সঙ্গে দেওয়া হইল। হযরত মুগীরা (রাঃ) নিজের পোশাক পরিধান করিলেন এবং ঢাল লইয়া রওয়ানা হইলেন। সেনাপতি রুস্তমের নিকট পৌঁছিয়া তিনি (সঙ্গীদিগকে) বলিলেন, আমার জন্য ঢাল বিছাইয়া দাও। (ঢাল বিছাইয়া দেওয়া হইলে) তিনি উহার উপর বসিলেন। সেই মোটা তাজা পারস্য কাফের বলিল, হে আরববাসী, তোমাদের এখানে আগমনের কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমরা নিজের দেশে পেট ভরিয়া খাইতে পাওনা বলিয়া এখানে আসিয়াছ। তোমাদের যত খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন আমরা তোমাদিগকে দিব। তোমরা তাহা লইয়া যাও। আমরা অগ্নিউপাসক জাতি। তোমাদের কতল করা ভাল মনে করি না ; কারণ (তোমাদিগকে কতল করিলে) আমাদের জমিন অপবিত্র হইয়া যাইবে। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমরা এই উদ্দেশ্যে আসি নাই। বরং আমরা পাথর ও মূর্তিপূজা করিতাম। কোন সুন্দর পাথর পাইলে পূর্বের পাথর ফেলিয়া দিয়া নতুন পাথরের পূজা আরম্ভ করিতাম। আমরা রব্বকে চিনিতাম না। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট আমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন। আমরা তাহার অনুসরণ করিয়াছি। আমরা খাদ্যশস্যের জন্য আসি নাই। যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে এরূপ শত্রুদের সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করিবার আদেশ করা হইয়াছে। আমরা খাদ্যদ্রব্যের জন্য আসি নাই, বরং আমরা তো তোমাদের যুদ্ধোপযোগী যুবকদের কতল করিতে ও তোমাদের সন্তানদের বন্দী করিতে আসিয়াছি। অবশ্য তুমি যে খাওয়া দাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছ, (তাহা একেবারে অসঙ্গত নহে।) আমার জীবনের কসম, বাস্তবিকই আমরা এত পরিমাণ খাদ্য পাই না যাহাতে আমাদের পেট ভরে, অনেক সময় এই পরিমাণ পানিও আমরা পাই না যাহাতে আমাদের পিপাসা নিবারণ হয়। আমরা

www.BANGLAKITAB.com

এই দেশে আসিয়া প্রচুর খানা–পিনা পাইয়াছি। খোদার কসম, আমরা এই এলাকা ছাড়িয়া যাইব না। এই দেশ হয় আমাদের দখলে আসিবে, আর না হয় তোমাদের দখলে থাকিবে। পারস্য কাফের ফারসী ভাষায় বলিল, লোকটি ঠিক কথাই বলিয়াছে। তারপর হযরত মুগীরা (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, তোমার তো আগামীকাল চোখ ফুঁড়িয়া দেওয়া হইবে। পরদিন সত্য সত্যই হযরত মুগীরা (রাঃ)এর চোখে এক অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হইল এবং উহা নষ্ট হইয়া গেল।

সাইফ (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) যুদ্ধের পূর্বে তাঁহার সঙ্গীদের এক জামাত আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে কিসরার নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রতিনিধিদল কিসরার দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইল। শহরের লোকজন তাহাদের বেশভুষা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের কাঁধে চাদর, হাতে চাবুক ও পায়ে চপ্পল ছিল। তাহাদের দুর্বল ঘোড়াগুলি জমিনের উপর নড়বড়ে পায়ে চলিতেছিল। শহরের লোকেরা তাহাদের এই জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছিল যে, সৈন্যসংখ্যায় ও যুদ্ধ সরঞ্জামে তাহারা অধিক হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের লোকেরা তাহাদের সৈন্যদের উপর কিরূপে জয়লাভ করে!

প্রতিনিধিদল সম্রাট ইয়াযদাজুরদ্ এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইল। সম্রাট অত্যন্ত অহঙ্কারী ও বেআদব প্রকৃতির ছিল। সে প্রতিনিধিদলকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া তাহাদের পোশাকাদি—চাদর, চপ্পল ও চাবুকের নাম জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিনিধিদল কোন নাম বলিলে সে উহাকে নিজের জন্য শুভলক্ষণ মনে করিতে লাগিল ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহার এই সকল শুভলক্ষণকে বিপরীত করিয়া তাহার মাথায় মারিলেন। তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এই দেশে কেন আসিয়াছ? আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখিয়া তোমরা মনে করিয়াছ, আমরা দুর্বল হইয়া গিয়াছি? আর এইজন্যই তোমরা (আমাদের উপর হামলা করিবার) দুঃসাহস করিয়াছ।

হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে কল্যাণের পথ দেখাইয়াছেন এবং ভাল কাজের আদেশ করিয়াছেন, মন্দ কাজ সম্পর্কে অবহিত করিয়া উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহার কথা মানিয়া চলিলে আমাদিগকে দুনিয়া আখেরাতের সকল কল্যাণ দান করিবেন বলিয়া আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি যে গোত্রকেই দাওয়াত দিলেন তাহারা দুইদলে বিভক্ত হইয়া গেল। একদল তাঁহার নিকটবর্তী হইল ও অপরদল দূরে সরিয়া গেল। শুধু বিশেষ বিশেষ লোকেরাই তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করিল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর বিরুদ্ধাচারী আরবদের বিরুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধাভিযানের আদেশ করা হইল। সর্বপ্রথম আরবদের সহিত মুকাবিলার হুকুম দেওয়া হইল। (তারপর অন্যান্যদের সহিত) তিনি আদেশ মোতাবেক কাজ করিলেন। ফলে সমগ্র আরব তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করিল। কেহ প্রথমে বাধ্য হইয়া দ্বীন গ্রহণ করিল, কিন্তু পরে সে সন্তুষ্ট হইয়া গেল। আবার কেহ প্রথমেই সন্তুষ্টিচিত্তে গ্রহন করিল এবং পরবর্তীতে তাহার সন্তুষ্টি প্রতিনিয়ত বর্ধিত হইতে থাকিল। আমরা সকলে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, আমরা পূর্বে যে পরস্পর শত্রুতা ও সংকীর্ণতার ভিতর জীবন যাপন করিতেছিলাম তাহা অপেক্ষা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত এই দ্বীন বহুগুণে উত্তম। তিনি আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন আমরা আমাদের আশেপাশের কওমগুলিকে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি দাওয়াত প্রদান করি। অতএব আমরা তোমাদিগকে আমাদের দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতেছি। ইসলাম প্রত্যেক ভাল কাজকে ভাল ও প্রত্যেক মন্দকাজকে মন্দ বলে। যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার কর তবে দুই মন্দের সহজটা গ্রহণ কর, অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান কর। আর যদি ইহাতেও অস্বীকার কর তবে যুদ্ধ। যদি তোমরা আমাদের দ্বীন গ্রহণ করিয়া লও তবে আমরা তোমাদের মাঝে আল্লাহর

www.BANGLAKITAB.com

কিতাব রাখিয়া যাইব এবং তোমাদিগকে উহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইব যেন তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা কর। অতঃপর আমরা তোমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাইব, আর তোমরা তোমাদের দেশ লইয়া থাকিবে। আর যদি তোমরা জিযিয়া প্রদান কর তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিব এবং তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব। অন্যথা আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইযদাজুরদ কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, পৃথিবীর বুকে তোমাদের ন্যায় হতভাগা, সংখ্যালঘু ও পরস্পর দ্বন্দ্ব–সংঘাতে লিপ্ত আর কোন জাতি আছে বলিয়া আমার জানা নাই। আমরা তো তোমাদের ব্যাপারে আশেপাশের গ্রামগুলিকে দায়িত্ব দিয়া রাখিয়াছিলাম, যেন আমাদের পক্ষ হইতে তাহারাই তোমাদের খতম করিয়া দেয়। আজ পর্যন্ত পারস্যগণ কখনও তোমাদের উপর আক্রমণ করে নাই। তোমাদেরও কখনও এই ধারণা ছিল না যে, তোমরা পারস্য সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। এখন যদি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তবুও তোমরা আমাদের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হইও না। আর যদি অভাব অনটন তোমাদিগকে এখানে আসিতে বাধ্য করিয়া থাকে তবে আমরা তোমাদের জন্য খাদ্যশস্য বরাদ্দ করিয়া দিতেছি। যতদিন তোমাদের অবস্থা সচ্ছল না হয় তোমরা উহা পাইতে থাকিবে। আমরা তোমাদের সর্দারদের সম্মানিত করিব এবং তোমাদিগকে পোশাক দান করিব। তোমাদের উপর এমন একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিব যিনি তোমাদের সহিত নম্র ব্যবহার করিবেন।'

এই সকল কথা শুনিয়া আর সকলেই নীরব রহিলেন ; কিন্তু হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে বাদশাহ, ইহারা সকলেই আরবের শীর্ষস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। ইহারা শরীফ ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদের সম্মুখে সংকোচবোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে সম্ভ্রান্তরাই সম্ভ্রান্তদের সম্মান করিয়া থাকে এবং সম্ভ্রান্তরাই সম্ভ্রান্তদের অধিকারকে বড় করিয়া দেখে। তাহাদিগকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ

করা হইয়াছে তাহা তাহারা এখনও সম্পূর্ণ ব্যক্ত করেন নাই এবং আপনার সকল কথার জবাবও দেন নাই। তাহারা যাহা করিয়াছেন ভালই করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ইহাই সমীচীন ছিল। আপনি আমার সহিত কথা বলুন। আমি আপনার সকল কথার জবাব দিব এবং আমার সঙ্গীগণ উহার সাক্ষ্য দিবে। আপনি আমাদের সম্পর্কে ভালভাবে না জানিয়াই উক্তি করিয়াছেন। (আমি আপনাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিতেছি।) আপনি আমাদের যে দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক। আমাদের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত আর কেহ ছিল না। আমাদের ক্ষুধার ন্যায় ক্ষুধা আর হয় না। আমরা (ক্ষুধার জ্বালায়) পোকা–মাকড়, সাপ বিচ্ছু পর্যন্ত খাইতাম এবং এইগুলিকে নিজেদের খাদ্য মনে করিতাম। ছাদবিহীন খোলা ময়দানই আমাদের ঘর ছিল। উট বকরীর পশম দ্বারা তৈরী কাপড় আমাদের একমাত্র বস্ত্র ছিল। একে অপরকে হত্যা করা ও একে অন্যের প্রতি জুলুম করাই আমাদের ধর্ম ছিল। আমাদের মধ্যে কেহ খাওয়াইতে হইবে এই আশঙ্কায় নিজের কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন করিয়া দিত। আজকের পূর্বে আমাদের অবস্থা এইরূপই ছিল যাহা আমি বর্ণনা করিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একজন অতি পরিচিত ব্যক্তিকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমরা তাঁহার বংশপরিচয়, তাঁহার আকার–আকৃতি ও তাঁহার জন্মস্থান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। তাঁহার এলাকা আমাদের এলাকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার বংশ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশ। তাঁহার ঘরই আমাদের সকল ঘরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘর এবং তাঁহার গোত্র আমাদের সকল গোত্র অপেক্ষা উত্তম। আরবদের সকল খারাপ অবস্থার মধ্যেও তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল। তিনি আমাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সর্বপ্রথম যিনি তাঁহার এই দাওয়াত গ্রহণকরিলেন তিনি ছিলেন তাঁহার সমবয়স্ক এবং তিনিই পরে তাঁহার (প্রথম) খলীফা হইয়াছেন। তিনি (দাওয়াত সম্পর্কিত কোন) কথা বলিলে আমরা তাঁহাকে পাল্টা কথা শুনাইয়া দিতাম।

www.BANGLAKITAB.com

তিনি সত্য কথা বলিতেন আর আমরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতাম। ফলে তাঁহার সঙ্গী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল আর আমাদের সংখ্যা কমিয়া গেল। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন সবই ঘটিয়াছে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরে তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিবার ও তাঁহার অনুসরণ করিবার আগ্রহ জন্মাইয়া দিলেন। তিনি আমাদের ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মধ্যে মাধ্যম হইলেন। তিনি আমাদিগকে যাহাকিছু বলিয়াছেন তাহা সবই আল্লাহর কথা এবং যাহা কিছু আদেশ করিয়াছেন তাহা আল্লাহরই আদেশ। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তোমাদের রব্ব বলিতেছেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি এক।' আমার কোন অংশীদার নাই। যখন কিছুই ছিল না তখন আমি ছিলাম। আমার সত্তা ব্যতীত সবই ধ্বংস হইবে। আমিই সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছি এবং একদিন সবকিছু আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ হইয়াছে। অতএব আমি তোমাদের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছি যেন তোমাদিগকে সেই পথ দেখাই যে পথে আমি তোমাদিগকে মৃত্যুর পর আমার আযাব হইবে নিষ্কৃতি দান করিব এবং আমার ঘর দারুস সালামে (অর্থাৎ বেহেশতে) প্রবেশ করাইব।' অতএব আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে হক ও সত্য দ্বীন লইয়া আসিয়াছেন। তিনি (ইহাও বলিয়াছেন যে, তোমাদের রব্ব) বলিয়াছেন, 'যাহারা এই দ্বীন গ্রহণ করিয়া তোমাদের অনুসারী হইবে তাহারা সেই সকল অধিকার লাভ করিবে যাহা তোমরা করিয়াছ এবং তাহাদের উপর সেই সকল দায়িত্ব অর্পিত হইবে যাহা তোমাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। আর যাহারা এই দ্বীন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে তাহাদের সম্মুখে জিযিয়া (প্রদানের প্রস্তাব) পেশ কর। যদি তাহারা জিযিয়া প্রদানে রাজী হয় তবে তাহাদের সেরূপ নিরাপত্তা বিধান করিবে যেরূপ তোমরা নিজেদের ব্যাপারে করিয়া থাক। আর যে জিযিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করে তাহার সহিত যুদ্ধ কর। আমিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালাকারী। তোমাদের যাহারা কতল হইবে আমি তাহাদিগকে আমার বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যাহারা

বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমি তাহাদের দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য করিব।' কাজেই (হে বাদশাহ) যাহা ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন। অধীনতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, দিন। আর যদি ইচ্ছা হয়, তরবারীই আমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবে, অথবা ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে বাঁচাইতে ইচ্ছা হয় তবে তাহাও করিতে পারেন।

সম্রাট ইয়াযদাজুরদ্ বলিল, তুমি আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলিতেছ? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, যে আমার সহিত কথা বলিয়াছে আমি তাহার সম্মুখেই বলিয়াছি। আপনি ব্যতীত আর কেহ কথা বলিলে আমি তাহার সম্মুখে বলিতাম। ইয়াযদাজুরদ্ বলিল, দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ এই রীতি না হইলে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে হত্যা করিতাম। তোমাদের জন্য আমার নিকট কিছুই নাই। এই কথা বলিয়া সম্রাট তাহার দরবারীদেরকে বলিল, এক ঝুড়ি মাটি লইয়া আস এবং ইহাদের সর্দারের মাথায় তুলিয়া দিয়া মাদায়েন শহরের শেষ সীমানা হইতে বাহির হওয়া পর্যন্ত তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাও। (অতঃপর সাহাবা (রাঃ)দের উদ্দেশ্যে বলিল,) তোমাদের আমীরের নিকট যাইয়া বলিয়া দাও যে, আমি তাহার বিরুদ্ধে রুস্তমকে প্রেরণ করিতেছি। সে তাহাকে ও তাহার সৈন্যদেরকে কাদেসিয়ার গর্তে দাফন করিয়া দিবে এবং তোমাদের আমীরসহ তোমাদিগকে এমন শিক্ষা দিবে যে, পরবর্তী লোকদের জন্য উহা শিক্ষণীয় বিষয় হইবে। তারপর আমি রুস্তমকে তোমাদের দেশে প্রেরণ করিব এবং সাবূরের হাতে তোমরা যেরূপ নির্যাতন সহ্য করিয়াছ তাহা অপেক্ষা কঠিন নির্যাতন আমি তোমাদের উপর চালাইব।

অতঃপর সম্রাট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সবার মধ্যে নেতৃস্থানীয় কে? সবাই নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত আসেম ইবনে আমর (রাঃ) নিজে মাটি লইবার উদ্দেশ্যে পরামর্শ না করিয়াই বলিলেন, আমিই ইহাদের নেতা এবং ইহাদের সর্দার, সুতরাং মাটি আমার মাথায় তুলিয়া দাও। ইয়াযদাজুরদ্ জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কথাই কি ঠিক? সাহাবা (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন, হাঁ। তাহারা হযরত আসেম (রাঃ)এর ঘাড়ে সেই মাটির বোঝা চাপাইয়া দিল। তিনি সেই মাটি লইয়া রাজদরবার ও শাহীমহল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উটের পিঠে সওয়ার হইলেন এবং হযরত সাদ (রাঃ)এর নিকট জলদি পৌঁছিবার জন্য জোরে সওয়ারী হাঁকাইলেন।

সুতরাং হযরত আসেম (রাঃ) তাহার সঙ্গীগণ অপেক্ষা আগাইয়া গেলেন এবং (কাদেসিয়ার) বাবে কুদাইস অতিক্রম করিয়া যাইয়া বলিলেন, আমীরকে, বিজয়ের সুসংবাদ দিয়া দাও। আমরা ইনশাআল্লাহ তায়ালা জয় করিয়া ফেলিয়াছি। তারপর আগাইয়া চলিলেন এবং মাটিগুলি আরব দেশের সীমানার ভিতর ফেলিয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট হাজির হইলেন এবং তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। খোদার কসম, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ভূখণ্ডের চাবি আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ) এই মাটি প্রদানের ঘটনার দ্বারা তাহাদের রাজ্য দখলে আসার শুভলক্ষণ গ্রহণ করিলেন। (বিদায়াহ)

তিকরীতের যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাস্ম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

মুহাম্মাদ ও তালহা (রহঃ) ও এরূপ আরো অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিকরীতের যুদ্ধের সময় রুমী সৈন্যগণ যখন দেখিল যে, তাহারা যতবার মুসলমানদের উপর আক্রমন করে প্রতিবারে তাহাদেরই মার খাইতে হয় এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তাহারাই পরাজিত হয়। তখন তাহারা আপন নেতৃবর্গদের পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের মালামাল নৌকায় তুলিয়া লইল এবং (আরবের খৃষ্টান গোত্র) তাগলিব, ইয়াদ ও নামিরের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল এই খবর লইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাস্ম (রাঃ)এর নিকট হাজির হইল। তাহারা আরবদের (এই সকল খৃষ্টান গোত্রের) সহিত মুসলমানদের সন্ধির অনুরোধ জানাইল এবং তাহারা ইহাও জানাইল যে, আরবদের এই সকল গোত্র তাহার আনুগত্য

স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাহাদের নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য দাও এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা কিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে আনিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লও। তারপর তোমাদের মতামত সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত কর। প্রতিনিধিদল এই সংবাদ লইয়া গোত্রসমূহের নিকট গেলে গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিয়া প্রতিনিধিদলকে পুনরায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাস্ম (রাঃ)এর নিকট প্রেরণ করিল।

মিসর বিজয়ের সময় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত খালেদ ও হযরত ওবাদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া হইতে মদীনায় ফিরিয়া যাইবার পর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং বাবে আল্ইউন পর্যন্ত পৌঁছিলে পিছন হইতে হযরত যুবাইর (রাঃ) আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। মিসরের লাট পাদ্রী আবু মারয়াম আরো কতিপয় পাদ্রী সহ নাইয়াত এলাকার যুদ্ধবাজদের লইয়া মুসলমানদের মুকাবিলা করিবার জন্য সেখানে পূর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল। (মিসরের বাদশাহ) মুকাওকিস দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল। হযরত আমর (রাঃ) যখন সেখানে শিবির স্থাপন করিলেন তখন মিসরীগণ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। হযরত আমর (রাঃ) সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমরা যুদ্ধের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিও না। আমরা প্রথম তোমাদের নিকট আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া দিতেছি। তারপর তোমাদের যেমন ইচ্ছা হয় করিও। এই সংবাদ পাইবার পর তাহারা আপন সৈন্যদেরকে (যুদ্ধ হইতে) নিবৃত করিল। হযরত আমর (রাঃ) এই পয়গাম পাঠাইলেন যে, আমি (কথা বলার জন্য) বাহির

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া আসিতেছি, সুতরাং আবু মাবয়াম ও আবু মারইয়ামও যেন (আমার সহিত কথা বলিতে) বাহির হইয়া আসে। তাহারা এই পয়গাম গ্রহণ করিল এবং পরস্পর একে অপরকে নিরাপত্তা দিল। অতঃপর হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই শহরের পাদ্রী। একটু মনোযোগ সহকারে শুন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং হকের উপর চলিবার হুকুম দিয়াছেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হকের উপর চলিবার হুকুম দিয়াছেন এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হুকুমকৃত সকল বিষয় আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপর অসংখ্য আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। তিনি আপন দায়িত্ব যথাযথ পালন করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদিগকে সুস্পষ্ট পথের উপর তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যে সকল আদেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি ইহাও যে, আমরা যেন লোকদের সামনে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে বর্ণনা করি। অতএব আমরা তোমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতেছি। যাহারা আমাদের এই দাওয়াতকে গ্রহণ করিবে তাহারা আমাদের ন্যায় হইবে। আর যাহারা আমাদের এই দাওয়াত গ্রহণ করিবে না আমরা তাহাদের সামনে জিযিয়া (প্রদানের প্রস্তাব) পেশ করিব। (জিযিয়া আদায়ে সম্মত হইলে) আমরা তাহাদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হইব। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ইহাও জানাইয়া গিয়াছেন যে, আমরা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করিব। তিনি আমাদিগকে তোমাদের ব্যাপারে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন যে, তোমাদের সহিত আমাদের (হযরত হাজেরা (রাঃ) ও হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)এর কারণে) আত্মীয়তার দরুন আমরা যেন তোমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করি। অতএব যদি তোমরা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও তবে তোমাদের ব্যাপারে আমাদের উপর দুইদিক হইতে দায়িত্ব অর্পিত হইবে। (এক যিম্মী হিসাবে,

দ্বিতীয়তঃ আত্মীয় হিসাবে।) আমাদের আমীর আমাদিগকে (মিসরীয়) কিবতীদের সহিত সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে কিবতীদের সহিত সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করিয়াছেন। কেননা তাহাদের সহিত আত্মীয়তা ও যিম্মাদারীর সম্পর্ক রহিয়াছে। মিসরীয় পাদ্রীগণ বলিল, এরূপ দুঃসম্পর্কীয় আত্মীয়তা একমাত্র নবীরাই বজায় রাখিতে পারে। তিনি (অর্থাৎ হযরত হাজেরা (রাঃ)) একজন নেক ও শরীফ মহিলা ছিলেন। আমাদের বাদশাহের কন্যা, (মিসরের প্রাচীন রাজধানী) মানাফ নিবাসিনী ছিলেন। সেখানে তাহাদেরই রাজত্ব ছিল। আইনে শামসের অধিবাসীরা তাহাদের উপর আক্রমন করিয়া তাহাদিগকে কতল করে ও রাজত্ব কাড়িয়া লয়। অবশিষ্টরা দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। এইরূপে সেই মহিলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর ঘরে আসেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর শুভাগমন আমাদের জন্য আনন্দ ও খুশীর বিষয় ছিল। আমরা পরামর্শ করিয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমাদিগকে নিরাপত্তা দান করুন। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ন্যায় লোককে কেহ ধোকা দিতে পারিবে না। আমি তোমাদের উভয়কে তিন দিনের সময় প্রদান করিতেছি, তোমরা উভয়ে খুব চিন্তা করিয়া লও এবং তোমাদের কাওমের সহিত পরামর্শ কর। যদি তিন দিনের মধ্যে কোন উত্তর না দাও তবে আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিব। তাহারা বলিল, আমাদিগকে সময় বাড়াইয়া দিন। হযরত আমর (রাঃ) একদিনের সময় বাড়াইয়া দিলেন। তাহারা বলিল, আরো বাড়াইয়া দিন। তিনি আরো একদিন বাড়াইয়া দিলেন। তাহারা উভয়ে মুকাওকিসের নিকট গেল। মুকাওকিসও অনেকটা রাজি হইল, কিন্তু (রোম সেনাপতি) আরতাবূন পাদ্রীদ্বয়ের কথা মানিতে রাজি হইল না। সে মুসলমানদের উপর আক্রমণের হুকুম দিয়া দিল। পাদ্রীদ্বয় মিসরবাসীকে বলিল, আমরা যথাসময় তোমাদের পক্ষ হইতে প্রতিরক্ষার চেষ্টা করিব এবং তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইব না। তবে এখনও চারদিন সময় রহিয়াছে। এই

www.BANGLAKITAB.com

চারদিনের মধ্যে মুসলমানদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর আক্রমনের কোন আশঙ্কা নাই, বরং নিরাপত্তারই আশা করিতেছি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে হঠাৎ মিসরীয় সৈন্যগণ ফুরকুবের দিক হইতে হযরত আমর (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ)এর উপর আক্রমন করিয়া বসিল। হযরত আমর (রাঃ) (এই আকস্মিক হামলার জন্য) পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাহাদের মুকাবিলা করিলেন। আর তাবূন ও তাহার সঙ্গীগণ কতল হইল এবং তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অতঃপর হযরত আমর ও হযরত যুবাইর (রাঃ) আইনে শামস এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।

আবু হারেসাহ ও আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, হযরত আমর (রাঃ) যখন আইনে শামসবাসীদের নিকট পৌঁছিলেন তখন মিসরীয়গণ তাহাদের বাদশাহকে বলিল, যে জাতি কিসরা ও কায়সারকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশ জয় করিয়া লইয়াছে আপনি তাহাদের মুকাবিলা করিয়া আর কি করিতে পারিবেন? আপনি তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া চুক্তিবদ্ধ হউন। আপনি নিজেও তাহাদের মুকাবিলায় যাইবেন না এবং আমাদেরকেও নিবেন না। ইহা চতুর্থ দিনের ঘটনা। কিন্তু বাদশাহ (এই সকল প্রস্তাব) অস্বীকার করিল এবং সে মুসলমানদের উপর আক্রমনপূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। হযরত যুবাইর (রাঃ) (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) শহরের প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িলেন। শহরের লোকেরা তাহাকে প্রাচীরের উপর দেখিয়া (ভীত সন্ত্রস্ত হইল এবং) হযরত আমর (রাঃ)এর জন্য ফটক খুলিয়া দিয়া সন্ধির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আসিল। তিনি তাহাদের সন্ধি প্রস্তাব মানিয়া লইলেন। (অপরদিকে) হযরত যুবাইর (রাঃ) প্রাচীরের উপর হইতে শহরে নামিয়া যুদ্ধ করিয়া জয় করিলেন।

হযরত সালামা ইবনে কায়েস (রাঃ)এর নেতৃত্বে যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান

সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রহঃ) বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত

ওমর (রাঃ)এর নিকট আহলে ঈমান (অর্থাৎ মুসলিম) বাহিনী সমবেত হইলে তিনি কোন আলেম ও ফকীহ ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিতেন। একবার এরূপ সৈন্য সমবেত হইলে তিনি হযরত সালামা ইবনে কায়েস আশজায়ী (রাঃ)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া রওয়ানা হও। কাফেরদের সহিত আল্লাহর পথে লড়াই কর। যখন তোমাদের দুশমন মুশরিকদের সম্মুখীন হইবে তখন তাহাদিগকে তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করিবার দাওয়াত দিবে। তাহাদিগকে (সর্বপ্রথম) ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিজের দেশে থাকিতে পছন্দ করে তবে তাহাদের মালামালের যাকাত আদায় করিতে হইবে। কিন্তু মুসলমানদের অর্জিত গনীমতের মালে তাহাদের কোন অংশ থাকিবে না। আর যদি তাহারা তোমাদের সহিত (মদীনায়) থাকিতে পছন্দ করে তবে তাহারাও সেই সকল অধিকার লাভ করিবে যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ এবং তাহাদের উপর সেই সকল দায়িত্ব আসিবে যাহা তোমাদের উপর আসিয়াছে। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদিগকে জিযিয়া প্রদানের আহবান জানাইবে। জিযিয়া প্রদানে সম্মত হইলে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদিগকে জিযিয়া আদায়ের জন্য অবসর করিয়া দিবে। সামর্থ্যের বাহিরে কোন কাজ তাহাদের উপর চাপাইবে না। আর যদি তাহারা জিযিয়া প্রদানে সম্মত না হয় তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। যদি তাহারা (ভীত হইয়া) কোন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পনের আবেদন জানায় তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পনের আবেদন গ্রহণ করিও না। কারণ তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ফয়সালা সম্পর্কে তোমাদের জানা নাই। যদি তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্বে আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া আবেদন জানায় তবে তাহাদিগকে

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব প্রদান করিও না, বরং তোমরা নিজেদের দায়িত্ব প্রদান করিও। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তোমরা খেয়ানত করিও না, ওয়াদা ভঙ্গ করিও না, কাহারো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন করিও না, কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ককে হত্যা করিও না।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা রওয়ানা হইয়া আমাদের দুশমন মুশরিকদের সম্মুখীন হইলাম এবং আমীরুল মুমিনীন আমাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন উহার প্রতি দাওয়াত প্রদান করিলাম। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। আমরা তাহাদিগকে জিযিয়া প্রদানের আহবান জানাইলাম। তাহারা জিযিয়া প্রদান করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিলেন। অতএব আমরা তাহাদের সৈন্যদের কতল করিলাম, তাহাদের সন্তানদের বন্দী করিলাম এবং তাহাদের সকল মালামাল অধিকার করিয়া লইলাম। (তাবারী)

যুদ্ধের পূর্বে হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু উমাইয়া (রহঃ) বলেন, হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ) যখন ইস্পাহান পৌঁছিলেন তখন তিনি সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। তিনি তাহাদের সম্মুখে জিযিয়া প্রদানের প্রস্তাব পেশ করিলেন। তাহারা জিযিয়া প্রদানের উপর সন্ধি করিল। তাহারা এই সন্ধির উপর রাত্র কাটাইল, কিন্তু সকালবেলা চুক্তিভঙ্গ (করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ) করিল। হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ) তাহাদের মুকাবিলা করিলেন এবং অতি অল্প সময়ের ভিতর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উপর বিজয় দান করিলেন। (ইবনে সা'দ)

সাহাবা (রাঃ)দের সেই সকল আমল ও আখলাকের ঘটনা যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনসারীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর মদীনায় ইসলাম প্রসার লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু আনসারদের মধ্য হইতে তখনও কিছু মুশরিক নিজেদের ধর্মের উপর অবিচল ছিল। তন্মধ্যে একজন আমর ইবনে জামূহ ছিলেন। তাহার পুত্র হযরত মুআয (রাঃ) বাইআতে আকাবায় শরীক ছিলেন এবং সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছিলেন। আমর ইবনে জামূহ বনু সালামা গোত্রের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে একজন ছিলেন। সুতরাং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তিনিও নিজ ঘরে মানাত নামে কাঠের একটি মূর্তি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহাকে নিজের মা'বুদ মনে করিতেন উহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) ও বনু সালামা গোত্রের এরূপ আরো কতিপয় যুবক যাহারা বাইআতে আকাবায় শরীক হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তাহারা রাত্রিবেলা যাইয়া আমরের সেই মূর্তি উঠাইয়া আনিতেন এবং বনু সালামার এলাকায় মল ইত্যাদির ন্যায় আবর্জনাময় একটি গর্তে উহাকে উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিতেন। সকালবেলা আমর চেঁচামেচি করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের নাশ হউক, আজ রাত্রে আমাদের মা'বুদের উপর কে চড়াও হইয়াছে? তারপর উহার তালাশে বাহির হইতেন এবং তালাশ করিয়া আনিয়া উহাকে ধূইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সুগন্ধি মাখাইয়া দিতেন। তারপর বলিতেন, খোদার কসম, আমি যদি জানিতে পারি, কে তোমার সহিত এমন করে তবে তাহাকে অবশ্যই অপদস্থ করিয়া ছাড়িব। সন্ধ্যায় আমর ঘুমাইয়া পড়িলে যুবকগণ আবার মূর্তির উপর চড়াও হইয়া পূর্বের ন্যায় করিলেন। এইভাবে কয়েকবার করিবার পর একদিন আমর উহাকে গর্ত হইতে উঠাইয়া আনিয়া ধুইয়া পরিষ্কার

WWW.BANGLAKITAB.COM

করিলেন এবং সুগন্ধি মাখাইয়া দিলেন। তারপর নিজের তরবারী আনিয়া উহার সহিত ঝুলাইয়া দিয়া (মূর্তিকে) বলিলেন, খোদার কসম, তুমি তো দেখিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, কে তোমার সহিত এই আচরণ করিতেছে?

অতএব যদি তোমার মধ্যে কোন ক্ষমতা থাকিয়া থাকে তবে এই তরবারী তোমার সহিত রহিল, তুমি নিজেকে রক্ষা করিও। সন্ধ্যায় যখন আমর ঘুমাইয়া পড়িলেন, তখন যুবকগণ উহার উপর চড়াও হইলেন এবং উহার ঘাড় হইতে তরবারীখানা লইয়া উহাকে একটি মৃত কুকুরের সহিত রশি দ্বারা বাঁধিয়া বনু সালামার এলাকায় মানুষের মল-মূত্র ইত্যাদির ন্যায় আবর্জনাময় একটি কূপের ভিতর উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিলেন। সকালবেলা আমর মূর্তিকে যথাস্থানে না পাইয়া উহার তালাশে বাহির হইলেন এবং কূপের ভিতর মৃতু কুকুরের সহিত বাঁধা অবস্থায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন। মূর্তির দুর্দশা দেখিয়া উহার ব্যাপারে তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল (যে, সে তো নিজেকেই রক্ষা করিতে অক্ষম)। অতঃপর তাহার কাওমের মুসলমানরা তাহার সহিত আলাপ করিলেন এবং তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত নাযিল করুন। পরবর্তীকালে তিনি অতি সুন্দর ইসলামী জীবন যাপন করিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বনু সালামার এক ব্যক্তি হইতে এই ঘটনা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, বনু সালামার যুবকদের ইসলাম গ্রহণের পর আমর ইবনে জামূহের স্ত্রী ও তাহার সন্তানগণও মুসলমান হইয়া গেলেন। আমর তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, তোমার সন্তানদের কাহাকেও খান্দানের লোকদের নিকট যাইতে দিও না। আমি দেখি, খান্দানের লোকেরা শেষ পর্যন্ত কি করে? স্ত্রী বলিলেন, আমি আপনার কথা পালন করিব। তবে আপনার ছেলে তাঁহার (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) যে সকল কথা শুনিয়া আসিয়াছে তাহা ছেলের নিকট হইতে আপনি কি একটু শুনিয়া দেখিতে পারেন না? আমর

বলিলেন, সে হয়ত বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী বলিলেন, না, তবে সে কাওমের লোকদের সঙ্গে ছিল। আমর ছেলেকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই ব্যক্তির কি কথা শুনিয়াছ? আমাকে একটু শুনাও। তাহার ছেলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ..... الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

পর্যন্ত পড়িয়া শুনাইলেন। আমর বলিলেন, কি উত্তম ও কি সুন্দর কথা! তাঁহার সমস্ত কথাই কি এই ধরনের? ছেলে বলিলেন, আব্বাজান, বরং ইহা অপেক্ষাও সুন্দর। কাওমের বেশীর ভাগ লোক তাঁহার হাতে বাইআত হইয়া গিয়াছেন। আপনিও বাইআত হইবেন কি? আমর বলিলেন, না, আমি আগে মানাতের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি, কি বলে? (তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব।)

বর্ণনাকারী বলেন, তাহারা যখন মানাতের (মূর্তির) সহিত কথা বলিতে চাহিত তখন এক বুড়ী আসিয়া মূর্তির পিছনে দাঁড়াইত এবং (মূর্তির পক্ষ হইতে) সকল প্রশ্নের উত্তর দিত। আমর মানাতের নিকট পরামর্শের জন্য গেলে লোকেরা বুড়িকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। আমর মানাতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথমতঃ উহার সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তারপর বলিলেন, হে মানাত, তোমার অবগত হওয়া উচিত যে, তোমার সম্মুখে এক মহাসমস্যা দেখা দিয়াছে, অথচ তুমি একেবারে বেখবর। এক ব্যক্তি আসিয়াছেন যিনি তোমার উপাসনা করিতে নিষেধ করিতেছেন এবং তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হুকুম করিতেছেন। আমি তোমার সহিত পরামর্শ ব্যতীত তাহার হাতে বাইআত হওয়া ভাল মনে করি নাই। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তিনি মূর্তির সহিত কথা বলিতে থাকিলেন, কিন্তু মূর্তি কোন প্রত্যুত্তর করিল না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার ধারণা হইতেছে যে, তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছ, অথচ আমি তোমার সহিত এযাবৎ কোন প্রকার (বেআদবী) করি নাই। তারপর তিনি উঠিয়া মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

ইবরাহীম ইবনে সালামা (রহঃ) ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে এরূপ

www.BANGLAKITAB.com

বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করিলেন তখন মূর্তির যে অক্ষমতা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করিয়া যে, তিনি তাহাকে অন্ধতা ও পথভ্রষ্টতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

أَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مِمَّا مَضٰى وَاسْتَنْقِذُ اللّٰهَ مِنْ نَارِهٖ
وَاُثْنِى عَلَيْهِ بِنَعْمَائِهٖ اِلٰهِ الْحَرَامِ وَ اَسْتَارِهٖ
فَسُبْحَانَهٗ عَدَدَ الْخَاطِئِيْنَ وَقَطْرِ السَّمَاءِ وَ مِدْرَارِهٖ
هَدَانِىْ وَ قَدْ كُنْتُ فِى ظُلْمَةٍ حَلِيْفَ مَنَاةَ وَ اَحْجَارِهٖ
وَاَنْقَذَنِىْ بَعْدَ شَيْبِ الْقَذَ الِ مِنْ شَيْنِ ذَاكَ وَ مِنْ عَارِهٖ
فَقَدْ كِدْتُ اُهْلِكُ فِى ظُلْمَةٍ تَدَارَكَ ذَاكَ بِمِقْدَارِهٖ
فَحَمْدًا وَ شُكْرًا لَهٗ مَابَقِيْتُ اِلٰهِ الْاَنَامِ وَ جَبَّارِهٖ
اُرِيْدُ بِذٰلِكَ اِذْ قُلْتُهٗ مُجَاوَرَةَ اللّٰهِ فِى دَارِهٖ

অর্থ ঃ আমি বিগত গুনাহের উপর আল্লাহর নিকট তওবা করিতেছি এবং আল্লাহর নিকট তাঁহার আগুন হইতে মুক্তি চাহিতেছি। আর আমি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের দরুন তাঁহার প্রশংসা করিতেছি, তিনিই বাইতুল্লাহ ও উহার পর্দাসমূহের খোদা। আমি গুনাহগার মানুষ, বৃষ্টিকণা ও মুষলধারা বৃষ্টির ফোটা সমপরিমাণ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আমি অন্ধকারে পতিত ছিলাম, মানাত ও উহার পাথরের পূজারী ছিলাম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। বার্ধক্যের দরুন যখন আমার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে মূর্তিপূজার কলঙ্ক ও গ্লানি হইতে নাজাত

দিয়াছেন। আমি সেই অন্ধকারে ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপন কুদরত দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন আমি তাঁহার প্রশংসা ও শোকর করিতে থাকিব। তিনি সকল সৃষ্টির খোদা ও তাহাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধক। এই কবিতার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তায়ালার ঘরে (বেহেশতে) তাঁহার প্রতিবেশী হইবার ভাগ্য যেন আমার হয়।

মূর্তি মানাতের নিন্দা করিয়া এই কবিতা রচনা করিলেন—

تَاللّٰهِ لَوْكُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ اَنْتَ وَكَلْبٌ وَ سْطَ بِئْرٍ فِى قَرَنْ
اُفٍّ لِمُلْقَاكَ اِلٰهًا مُسْتَدَنْ اَلْاٰنَ فَتَّشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنْ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِىِّ ذِى الْمِنَنِ اَلْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّيَنْ
هُوَالَّذِى اَنْقَذَنِىْ مِنْ قَبْلِ اَنْ اَكُوْنَ فِى ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهَنْ

অর্থ ঃ খোদার কসম, তুমি যদি সত্য মা'বুদ হইতে তবে (মৃত) কুকুরের সহিত এক রশিতে বাঁধা অবস্থায় কূপের ভিতর পড়িয়া থাকিতে না। ধিক্ তোমার মা'বুদ হইয়া এরূপ জায়গায় ঘৃণ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকার উপর। এখন আমি তোমার অপরিসীম লোকসানের বিষয়টি উদঘাটন করিতে পারিয়াছি। সকল প্রশংসা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর জন্য যিনি সকল করুণার মালিক, দাতা ও রায্যাক, যিনি সকল প্রকার স্বভাব-প্রবৃত্তির বদলা দানকারী। তিনিই আমাকে কবরের অন্ধকারে নিপতিত হইবার পূর্বে উদ্ধার করিয়াছেন।

ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর আচরণ ও হযরত আবুদ দারদা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

ওয়াকেদী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নিজ পরিবারের মধ্যে সকলের শেষে ইসলাম

www.BANGLAKITAB.com

গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বরাবর মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলেন। মূর্তিকে রুমাল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)' তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেন। জাহিলিয়াতের যুগ হইতে তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের দরুন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তাহার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। একদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আবুদ দারদাকে দেখিলেন, ঘর হইতে বাহির হইতেছেন।

তিনি ঘর হইতে বাহির হইবার পরক্ষণেই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাহার ঘরে আসিলেন এবং তাহার স্ত্রীকে কিছু না বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। হযরত আবুদ দারদার স্ত্রী চুল আঁচড়াইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুদ দারদা কোথায়? স্ত্রী বলিলেন, আপনার ভাই এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। হযরত আবুদ দারদা যে ঘরে মূর্তি রাখিয়াছিলেন তিনি কুড়াল হাতে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। মূর্তিটিকে মাটিতে ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত শয়তানের (অর্থাৎ মূর্তির) নাম লইয়া গুণ গুণ করিয়া বলিতেছিলেন—

اَلاَكُلُّ مَايُدْعَى مَعَ اللّٰهِ بَاطِلٌ

অর্থাৎ—শুনিয়া রাখ, আল্লাহর সহিত শরীক করিয়া যাহাদিগকে ডাকা হয় তাহারা সবই বাতিল।

অতঃপর তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যখন মূর্তি ভাঙ্গিতেছিলেন তখন হযরত আবুদ দারদার স্ত্রী কুড়ালের শব্দ শুনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, হে ইবনে রাওয়াহা, তুমি তো আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এই অবস্থায় বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার যাওয়ার পরপরই হযরত আবুদ দারদা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে দেখিলেন, তাহার ভয়ে কাঁদিতেছে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি

হইয়াছে? স্ত্রী বলিলেন, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এখানে আসিয়াছিলেন এবং এই কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন যাহা আপনি দেখিতেছেন। হযরত আবুদ দারদা অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন, যদি এই মূর্তির ভিতর কোন কল্যাণ থাকিত তবে সে নিজেকে রক্ষা করিত। অতঃপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(মুস্তাদরাক)

জিযিয়া ও বন্দীদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

যিয়াদ ইবনে জায' যুবাইদী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে আলেকজান্দ্রিয়া জয় করিলাম। অতঃপর বিস্তারিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আমরা বালহীব নামক স্থানে অবস্থান করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্রের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র আসিল এবং হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন। পত্রটি নিম্নরূপ ছিল ঃ

"আম্মাবাদ, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি লিখিয়াছ যে, আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ তাহার দেশের সকল কয়েদীদের ফিরাইয়া দেওয়ার শর্তে জিযিয়া দিতে রাজী হইয়াছে। আমার যিন্দেগীর কসম, জিযিয়ার মাল যাহা আমরা ও আমাদের পর মুসলমানগণ পাইতে থাকিবে তাহা আমার নিকট সেই গনীমতের মাল অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় যাহা বন্টন করিয়া দিবার পর একসময় শেষ হইয়া যায়। তুমি আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহের নিকট এই প্রস্তাব রাখ যে, এই শর্তে জিযিয়া প্রদান করিবে যে, কয়েদীগণকে ইসলাম গ্রহণ করিবার কিংবা তাহাদের কাওমের ধর্মের উপর থাকিবার এখতিয়ার দেওয়া হইবে।

WWW.BANGLAKITAB.COM

তাহাদের মধ্যে যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিবে সে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হইবে এবং সে মুসলমানদের ন্যায় সকল অধিকার লাভ করিবে এবং মুসলমানদের ন্যায় সকল দায়িত্ব তাহার উপর অর্পিত হইবে। আর যে নিজ কাওমের ধর্মকে অবলম্বন করিবে তাহার উপর স্বধর্মীয়দের সমপরিমাণ জিযিয়া আরোপ করা হইবে। আর যে সকল কয়েদী মক্কা, মদীনা ও ইয়ামান ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া আমাদের সাধ্যের বাহিরে। অতএব আমরা এমন শর্তে সন্ধি করিতে পারি না যাহা পালন করিতে পারিব না।"

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আমর (রাঃ) লোক পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্রের বিষয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহকে অবহিত করিলেন। বাদশাহ বলিল, আমি এই প্রস্তাবে সম্মত আছি। অতএব আমাদের হাতে যত কয়েদী ছিল আমরা তাহাদিগকে এক জায়গায় একত্রিত করিলাম। সেখানকার খৃষ্টানগণও সমবেত হইল। অতঃপর আমরা কয়েদীদের একেকজন করিয়া সামনে আনিয়া তাহাকে ইসলাম গ্রহণের বা খৃষ্টধর্ম অবলম্বনের এখতিয়ার দিতাম। যদি সে ইসলামকে গ্রহণ করিত তবে আমরা কোন শহর বিজয়ের সময় যেরূপ আল্লাহু আকবার বলিয়া তাকবীর দিতাম তাহা অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলিয়া তাকবীর দিতাম। তারপর তাহাকে আমরা নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইতাম। আর যদি সে খৃষ্টধর্মকে অবলম্বন করিত তবে খৃষ্টানগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিত এবং তাহাকে নিজেদের দলে টানিয়া লইত। আমরা তাহার উপর জিযিয়া আরোপ করিয়া দিতাম এবং আমরা উহাতে এরূপ মর্মাহত হইতাম যেন আমাদের কোন লোক তাহাদের দলে চলিয়া গিয়াছে।

এইভাবে একের পর এক আসিতে থাকিল। অবশেষে আবু মারইয়াম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে সকলের সম্মুখে আনা হইল। বর্ণনাকারী কাসেম (রহঃ) বলেন, আমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। তিনি তখন বনু যুবাইদ গোত্রের সর্দার ছিলেন। আমরা তাহাকে সম্মুখে

আনিয়া তাহার নিকট ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম পেশ করিলাম। তাহারা পিতা, মাতা ও ভ্রাতাগণ খৃষ্টানদের দলে উপস্থিত ছিল। আবু মারইয়াম ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আমরা যখন তাহাকে নিজেদের মধ্যে আনিতে লাগিলাম তখন তাহার পিতামাতা ও ভাইগণ তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং আমাদের সহিত টানাটানি আরম্ভ করিল। টানাটানিতে আবু মারইয়ামের কাপড় পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিল। (পরিশেষে আমরা তাহাকে লইয়া আসিলাম।) আজ তাহাকে তুমি আমাদের সর্দাররূপে দেখিতে পাইতেছ। অতঃপর হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ)এর বর্মের ঘটনা ও একজন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ

শা'বী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ) বাজারে গেলেন এবং দেখিলেন, এক খৃষ্টান একটি বর্ম বিক্রয় করিতেছে। হযরত আলী (রাঃ) উক্ত বর্ম চিনিতে পারিয়া বলিলেন, ইহা আমার বর্ম। চল আমাদের উভয়ের মধ্যে মুসলমানদের কাজী ফয়সালা করিবেন। সে সময় মুসলমানদের কাজী ছিলেন হযরত শুরাইহ (রহঃ)। হযরত আলী (রাঃ)ই তাহাকে কাজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কাজী শুরাইহ (রহঃ) আমীরুল মুমিনীনকে দেখিয়া আপন বিচার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)কে উক্ত আসনে বসাইয়া নিজে তাঁহার সম্মুখে খৃষ্টানের পাশে বসিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে শুরাইহ, আমার বিবাদী যদি মুসলমান হইত তবে আমি তাহার সহিত বসিতাম। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'এই সকল (অমুসলিম যিম্মী)দের সহিত মুসাফাহা করিও না, তাহাদিগকে প্রথমে সালাম দিও না, তাহাদের রুগীদের শুশ্রূষা করিও না, তাহাদের জানাযার নামায পড়িও না এবং তাহাদিগকে পথের সংকীর্ণ অংশে চলিতে বাধ্য করিবে। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে যেরূপ হীন ও নিকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তোমরাও তাহাদিগকে সেরূপ হীন ও নিকৃষ্ট

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া রাখিবে।' হে শুরাইহ, আমার ও এই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।

শুরাইহ (রহঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার দাবী কি? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এই বর্ম আমার। দীর্ঘদিন হয় উহা আমার নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে। শুরাইহ (রহঃ) বলিলেন, হে খৃষ্টান, তোমার কি বক্তব্য? সে বলিল, আমি বলি না যে, আমীরুল মুমিনীন ভুল বলিতেছেন, তবে বর্মটি আমারই। শুরাইহ (রহঃ) বলিলেন, আমার ফয়সালা এই যে, যেহেতু আপনার নিকট কোন প্রমাণ নাই সেহেতু এই বর্ম তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কাজী শুরাইহ ঠিক ফয়সালা করিয়াছে।

ইহা শুনিয়া খৃষ্টান বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, ইহা নবীদের ফয়সালার অনুরূপ। আমীরুল মুমিনীন আপন অধীনস্থ কাজীর নিকট স্বয়ং আসিয়াছেন এবং কাজী তাঁহার বিপক্ষে ফয়সালা করিয়াছেন। খোদার কসম, হে আমীরুল মুমিনীন, এই বর্ম আপনার। একদিন আমি আপনার পিছনে পথ চলিতেছিলাম। তখন আপনার ধূসরবর্ণের উটের উপর হইতে এই বর্মটি নিচে পড়িয়া গেলে আমি তাহা উঠাইয়া লইয়াছিলাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, তখন এই বর্ম তোমার এবং তাহাকে একটি ঘোড়াও দান করিলেন।

হাকেম হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে যে, জঙ্গে জমলের দিন হযরত আলী (রাঃ)এর একটি বর্ম হারাইয়া গিয়াছিল। এক ব্যক্তি পাইয়া অপর এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। হযরত আলী (রাঃ) এক ইহুদীর নিকট সেই বর্ম দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং উক্ত ইহুদীর বিরুদ্ধে কাজী শুরাইহের আদালতে মামলা দায়ের করিলেন। হযরত আলী (রাঃ)এর পক্ষে তাহার পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) ও কাম্বার নামীয় হযরত আলী (রাঃ)এর আযাদ করা গোলাম সাক্ষ্য দিলেন। কাজী শুরাইহ

বলিলেন, হযরত হাসান (রাঃ)এর স্থলে অন্য কোন সাক্ষী হাজির করুন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি হাসানের সাক্ষ্যও গ্রহণ করিবেন না? কাজী শুরাইহ বলিলেন, না। কারণ আপনার মুখেই এই কথা শুনিয়াছি যে, পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য দুরস্ত নাই।

ইয়াযীদ তাইমী (রহঃ) হইতে উক্ত হাদীস বিস্তারিতভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কাজী শুরাইহ (রহঃ) বলিলেন, আপনার গোলামের সাক্ষ্য তো আমরা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আপনার পক্ষে আপনার পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমার মা তোমাকে হারাক, তুমি কি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুন নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হাসান–হোসাইন বেহেশতে যুবকদের দুই সর্দার। অতঃপর ইহুদীকে বলিলেন, এই বর্ম তুমি লইয়া যাও। ইহুদী (আশ্চর্য হইয়া) বলিল, 'আমীরুল মুমিনীন আমার সহিত মুসলমানদের কাজীর আদালতে হাজির হইয়াছেন, আর কাজী তাঁহার বিপক্ষে ফয়সালা করিবার পর তিনি তাহা মানিয়া লইলেন! খোদার কসম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, ইহা আপনারই বর্ম। আপনার উটের পিঠ হইতে উহা পড়িয়া গেলে আমি তুলিয়া লইয়াছিলাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।' হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে বর্মটি দান করিলেন এবং অতিরিক্ত সাতশত দেরহাম দিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তি মুসলমান হইবার পর হইতে হযরত আলী (রাঃ)এর সঙ্গে থাকিতে লাগিল এবং সিফ্ফীনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিল। (কানযুল উম্মাল)

www.BANGLAKITAB.com